

সৌরহস্য ।

১৯৩৩ খ্রীঃাব্দে
বঙ্গদেশে হস্তান্তরিত
কৌতুক ও রহস্য ।

১৯৩৩ খ্রীঃাব্দে

শ্রী বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়,

প্রণীত ।

কাটালপাড়া

বঙ্গদেশে যথেষ্ট প্রচলিত হওয়ায়
মুদ্রিত ও প্রকাশিত ।

১৯৩৩ ।
B. Chandra

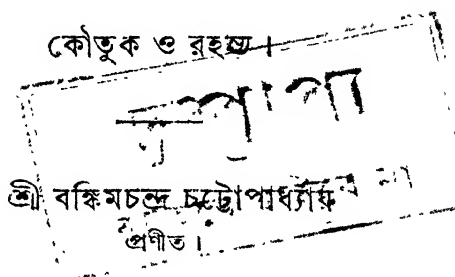
মূল্য ১০ বাঁস আনা মাত্র ।

লোকরহস্য ।

১২৭২।৮০ শালের

বঙ্গদর্শন হইতে উদ্ধৃত ।

কৌতুক ও রহস্য ।



কাঁটালপাড়া ।

বঙ্গদর্শন বঙ্গে শ্রী হারাণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক
মুদ্রিত ও প্রকাশিত ।

১৮৭৪ ।

মুচিপত্র ।

বিষয় ।	পৃষ্ঠা ।
ব্যাঘ্রাচার্য্য বৃহল্লাঙ্গল ...	১
ঐ দ্বিতীয় প্রবন্ধ ...	১৬
ইংরাজস্তোত্র ...	৩২
বাবু ...	৩৭
গর্দভ ...	৪৩
দাম্পত্য দণ্ডবিধির আইন ...	৫০
বসন্ত এবং বিরহ ...	৭০
স্ববর্ণ গোলক ...	৭৯
রামায়ণের সমালোচনা ...	৯৫

বিজ্ঞাপন ।

এই গ্রন্থে বঙ্গদর্শনের প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড হইতে কয়েকটি প্রবন্ধ উদ্ধৃত হইয়া পুনর্মুদ্রিত হইল। এতৎ সম্বন্ধে একটি স্মারক কথা বলা আবশ্যিক। বঙ্গদেশেব সাধারণ পাঠকের এইরূপ সংস্কার আছে যে রহস্য মাত্র গালি; গালি ভিন্ন রহস্য নাই। সুতরাং তাঁহারা বিবেচনা করেন, যে এই সকল প্রবন্ধে যে কিছু ব্যঙ্গ আছে, তাহা ব্যক্তি বিশেষকে গালি দেওয়া মাত্র। এই শ্রেণীর পাঠকদিগের নিকট নিবেদন যে তাঁহাদের জন্য এ গ্রন্থ লিখিত হয় নাই—তাঁহারা অনুগ্রহ করিয়া এ গ্রন্থ পাঠ না করিলেই আমি কৃতার্থ হইব।

সামাজিক যে সকল দোষ তাহাতে রহস্য লেখকের অধিকার সম্পূর্ণ। ব্যক্তি বিশেষের যে দোষ, তাহাতে রহস্য লেখকের কোন অধিকার নাই—কদাচিত্ অবস্থা বিশেষে অধিকার জন্মে; যথা, ভাস্কর রাজপুরুষের ভ্রান্তি জনিত কার্যের প্রতি, অথবা মূর্খ গ্রন্থ কর্তার গ্রন্থের প্রতি, রহস্য প্রযুক্ত। এ গ্রন্থের সে সকল উদ্দেশ্য নহে। এ গ্রন্থে শ্রেণী বিশেষ, বা সাধারণ সমুদয়, ব্যতীত ব্যক্তি বিশেষের প্রতি কোন ইঙ্গিত নাই।



বঙ্গীয় সাহিত্য
পরিষদে
উপস্থিত -

শ্রীমতী সুব্রতা

লোকরহস্য ।

বন্দোবস্তাধীনা

৮ই ফার্ভ্রিক '৩৭



ব্যাখ্যাচার্য্য বৃহল্লাঙ্গুল ।

একদা সুন্দরবন-মধ্যে ব্যাখ্যাচার্য্যের মহাসভা সমবেত
হইয়াছিল। নিবিড় বনমধ্যে প্রায়ই ভূমিথণ্ডে ভীমা-
রুতি বহুতর ব্যাঘ্র লাঙ্গুলে ভর করিয়া, দংষ্ট্রাপ্রভায় অ-
বণ্য প্রদেশ আলোকময় করিয়া, সারি সারি উপবেশন
করিয়াছিল। সকলে একমত হইয়া অমিতোদব নামে
এক অতি প্রাচীন ব্যাঘ্রকে সভাপতি কবিলেন। অমি-
তোদর মহাশয় লাঙ্গুলাসন গ্রহণ পূর্বক, সভার কার্য্য
আরম্ভ করিলেন। তিনি সভ্যদিগকে সম্বোধন কবিয়া
কহিলেন;—

“অদ্য আমাদিগের কি শুভ দিন! অদ্য আমরা যত
অরণ্যবাসী মাংসভিলাষী ব্যাঘ্রকুলতিলক সকল পরস্প-
রের মঙ্গল সাধনার্থ এই অরণ্যমধ্যে একত্রিত হইয়াছি।

আহা! কুৎসাকারী, খলস্বভাব অত্যাচারী পশুবর্গে রটনা করিয়া থাকে যে, আমরা বড় অসামাজিক, একা এক বনেই বাস করিতে ভাল বাসি, আমাদের মধ্যে ঐক্য নাই। কিন্তু অদ্য আমরা সমস্ত সুসভ্য ব্যাঘ্রমণ্ডলী একত্রিত হইয়া সেই অমূলক নিন্দাবাদে নিরাস করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি! এক্ষণে সভ্যতার যেরূপ দিনঃ শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে, তাহাতে আমার সম্পূর্ণ আশা আছে যে, শীঘ্রই ব্যাঘ্রেরা সভ্যজাতির অগ্রগণ্য হইয়া উঠিবে। এক্ষণে বিধাতার নিকট প্রার্থনা করি যে, আপনারা দিনঃ এই রূপ জাতিহিতৈষিতা প্রকাশ পূর্বক পরম সুখে নানাবিধ পশুহনন করিতে থাকুন।” (সভা মধ্যে লাঙ্গুল চট্‌চটারব।)

“এক্ষণে হে ভ্রাতৃবৃন্দ! আমরা যে প্রয়োজন সম্পাদনার্থ সমবেত হইয়াছি, তাহা সংক্ষেপে বিবৃত করি। আপনারা সকলেই অবগত আছেন যে, এই সুন্দর-বনের ব্যাঘ্র-সমাজে বিদ্যার চর্চা ক্রমে লোপ পাইতেছে। আমাদের বিশেষ অভিলাষ হইয়াছে, আমরা বিদ্বান্ হইব। কেননা আজি কালি সকলেই বিদ্বান্ হইতেছে। আমরাও হইব। বিদ্যার আলোচনার জন্ত এই ব্যাঘ্রসমাজ সংস্থাপিত হইয়াছে। এক্ষণে, আমার বক্তব্য এই যে, আপনারা ইহার অনুমোদন করুন।”

সভাপতির এই বক্তৃতা সমাপ্ত হইলে, সভ্যগণ হাউ-মাউ শব্দে এই প্রস্তাবের অনুমোদন করিলেন। তখন যথারীতি কয়েকটা প্রস্তাব পঠিত এবং অনুমোদিত হইয়া সভ্যগণ কর্তৃক গৃহীত হইল। প্রস্তাবের সঙ্গে দীর্ঘ দীর্ঘ বক্তৃতা হইল। সে সকল ব্যাকরণশুদ্ধ এবং অলঙ্কার বিশিষ্ট বটে, তাহাতে শব্দ বিঘ্নাসের ছটা বড় ভয়ঙ্কর; বক্তৃতার চোটে সুন্দরবন কাঁপিয়া গেল।

পরে সভার অগ্রাণু কার্য্য হইলে, সভাপতি বলিলেন, “আপনারা জানেন বে, এই সুন্দরবনে বৃহল্লাঙ্গুল নামে এক অতি পণ্ডিত ব্যাঘ্র বাস করেন। অদ্য রাত্রে তিনি আমাদিগের অনুরোধে মনুষ্য চরিত্র সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ পাঠ করিতে স্বীকার করিয়াছেন।”

মনুষ্যের নাম শুনিয়া কোনও নবীন সভ্য ক্ষুধা বোধ করিলেন। কিন্তু তৎকালে পবিত্র দিনরের সূচনা না দেখিয়া নীরব হইয়া রহিলেন। ব্যাঘ্রাচার্য্য বৃহল্লাঙ্গুল মহাশয় সভাপতি কর্তৃক আহূত হইয়া, গজ্জন পূর্বক গাত্রোথান করিলেন। এবং পথিকের ভীতিবিধায়ক স্বরে নিম্নলিখিত প্রবন্ধটা পাঠ করিলেন;—

“সভাপতি মহাশয়! বাঘিনীগণ! এবং ভদ্র ব্যাঘ্রগণ! মনুষ্য এক প্রকার দ্বিপদ জন্তু। তাহার পক্ষবিশিষ্ট

নহে, স্তূতরাং তাহাদিগকে পাখী বলা যায় না। বরং চতুষ্পদগণের সঙ্গে তাহাদিগের সাদৃশ্য আছে। চতুষ্পদগণের যেহে অঙ্গ, যেহে অস্থি আছে, মনুষ্যেরও সেই রূপ আছে। অতএব মনুষ্যদিগকে এক প্রকার চতুষ্পদ বলা যায়। প্রভেদ এই যে, চতুষ্পদের স্নেহগঠনের পারিপাট্য, মনুষ্যের তাদৃশ নাই। কেবল ঈদৃশ প্রভেদের জন্য আমরাদিগের কর্তব্য নহে যে, আমরা মনুষ্যকে দ্বিপদ বলিয়া ঘৃণা করি।

চতুষ্পদমধ্যে বানরদিগের সঙ্গে মনুষ্যগণের বিশেষ সাদৃশ্য। পণ্ডিতেরা বলেন যে, কালক্রমে পশুদিগের অবয়বের উৎকর্ষ জন্মিতে থাকে; এক অবয়বের পশু ক্রমে অন্য উৎকৃষ্টতর পশুর আকার প্রাপ্ত হয়। আমরাদিগের ভরসা আছে যে, মনুষ্য-পশুও কালপ্রভাবে লাঙ্গলাদি বিশিষ্ট হইয়া ক্রমে বানর হইয়া উঠিবে।

মনুষ্য-পশু যে অত্যন্ত সুস্বাদু এবং সুভক্ষ্য, তাহা আপনারা বোধ হয়, সকলেই অবগত আছেন। (শুনিয়া সভ্যগণ সকলে আপনহে মুখ চাটিলেন।) তাহারা সচবাচর অন্যায়সেই মারা পড়ে। মৃগাদির ছায় তাহারা দ্রুত পলায়নে সক্ষম নহে, অথচ মতিষাতির ছায় বলবান বা শূকাদি আয়ুধ-যুক্ত নহে। জগদীশ্বর এই জগৎ সংসার

ব্যাঘ্র জাতির সুখের জন্ত সৃষ্টি করিয়াছেন, সন্দেহ নাই । সেই জন্য ব্যাঘ্রের উপাদেয় ভোজ্য পশুকে পলায়নের বা রক্ষার ক্ষমতা পর্য্যন্ত দেন নাই । স্বাস্থ্যবিক মনুষ্যজাতি যেরূপ অরক্ষিত—নখ দন্ত শৃঙ্গাদি বর্জিত, গমনে মস্তুর এবং কোমল প্রকৃতি, তাহা দেখিয়া বিস্মিত হইতে হয় যে, কি জন্য ঈশ্বর ইহাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন । ব্যাঘ্র জাতির সেবাভিন্ন ইহাদিগের জীবনের আর কোন উদ্দেশ্য দেখা যায় না ।

এই সকল কারণে, বিশেষ তাহাদিগের মাংসের কোমলতা হেতু, আমরা মনুষ্য জাতিকে বড় ভাল বাসি । দৃষ্টি মাত্রেই ধরিয়৷ খাই । আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, তাহারাও বড় ব্যাঘ্রভক্ত । এই কথায় যদি আপনারা বিশ্বাস না করেন, তবে তাহার উদাহরণ স্বরূপ আমার যাহা ঘটয়াছিল, তদ্বৃত্তান্ত বলি । আপনারা অবগত আছেন, আমি বহুকালাবধি দেশ ভ্রমণ করিয়া বহুদর্শী হইয়াছি । আমি যে দেশে প্রবাসে ছিলাম, সেই দেশ এই ব্যাঘ্রভূমি সুন্দরবনের উত্তরে আছে । তথায় গো মনুষ্যাদি ক্ষুদ্রাশয় অহিংস্র পশুগণই বাস করে । তথাকার মনুষ্য দ্বিবিধ; এক জাতি কৃষ্ণবর্ণ, এক জাতি শ্বেতবর্ণ । একদা আমি সেই দেশে বিষয় কৰ্ম্মোপলক্ষে গমন করিয়াছিলাম ।”

শুনিয়া মহাদংষ্ট্রীনাং এক জন উদ্ধতস্বভাব বাহু
জিজ্ঞাসা করিলেন,—

“বিষয় কৰ্ম্মটা কি?”

বৃহল্লাঙ্গুল মহাশয় কহিলেন, “বিষয় কৰ্ম্ম, আহারান্বেষণ। এখন সভ্যালোকে আহারান্বেষণকে বিষয় কৰ্ম্ম বলে। ফলে সকলেই যে আহারান্বেষণকে বিষয় কৰ্ম্ম বলে, এমত নহে। সম্ভ্রান্ত লোকের আহারান্বেষণের নাম বিষয় কৰ্ম্ম, অসম্ভ্রান্তের আহারান্বেষণের নাম জুয়াচুরি, উজ্জ্বলিত্তি এবং ভিক্ষা। ধূর্তের আহারান্বেষণের নাম চুবি; বলবানের আহারান্বেষণ দস্যুতা; লোকবিশেষে দস্যুতা শব্দ ব্যবহার হয় না; তৎপরিবর্তে বীরত্ব বলিতে হয়। যে দস্যুর দণ্ডপ্রণেতা আছে, সেই দস্যুর কার্যের নাম দস্যুতা; যে দস্যুর দণ্ডপ্রণেতা নাই, তাহার দস্যুতার নাম বীরত্ব। . . . আপনারা, যখন সভ্যসমাজে অধিষ্ঠিত হইবেন, তখন এই সকল নামবৈচিত্র স্মরণ রাখিবেন, নচেৎ লোকে অসত্য বলিবে। বস্তুতঃ আমার বিবেচনায় এত বৈচিত্রের প্রয়োজন নাই; এক উদর-পূজা নাম রাখিলেই বীরত্বাদি সকলই বুঝাইতে পারে।

সে যাহাই হউক, যাহা বলিতেছিলাম শ্রবণ করুন।
মনুষ্যেরা স্বভাবতঃ ব্যাপ্তভক্ত। আমি একদা মনুষ্যবসতি মধ্যে

বিষয়কর্মোপলক্ষে গিরাছিলাম। শুনিয়াছেন, কয়েক বৎসর হইল এই সুন্দরবনে পোর্টক্যানিং কোম্পানি স্থাপিত হইয়াছিল।”

মহাদেবী পুনরায় বক্তৃতা বন্ধ করাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “পোর্ট ক্যানিং কোম্পানি কিরূপ জন্তু?”

বৃহল্লাঙ্গুল কহিলেন, “তাহা আমি সবিশেষ অবগত নহি। ঐ জন্তুর আকার হস্তপদাদি কিরূপ, জিঘাংসাই বা কেমন ছিল, ঐ সকল আমরা অবগত নহি। শুনিয়াছি, ঐ জন্তু মনুষ্যের প্রতিষ্ঠিত; মনুষ্যদিগেরই রুদয়-শোণিত পান করিত; এবং তাহাতে বড়মোটা হইয়া মবিয়া গিয়াছে। মনুষ্যজাতি অত্যন্ত অপরিণামদর্শী। আপনং বধোপায় সর্বদা আপনাই সৃজন করিয়া থাকে। মনুষ্যেরা যে সকল অস্ত্রাদি ব্যবহার করিয়া থাকে, সেই সকল অস্ত্রই এ কণার প্রমাণ। মনুষ্যবধই ঐ সকল অস্ত্রের উদ্দেশ্য। শুনিয়াছি, কখনং সহস্রং মনুষ্য প্রান্তরমধ্যে সমবেত হইয়া ঐ সকল অস্ত্রাদির দ্বারা পরস্পর ঞ্জহার করিয়া বধ করে। আমার বোধ হয়, মনুষ্যগণ পরস্পরের বিনাশার্থ এই পোর্ট ক্যানিং কোম্পানি নামক রাক্ষসের সৃজন করিয়াছিল। সে যাহাই হউক, আপনারা স্থির হইয়া এই মনুষ্য-বৃত্তান্ত শ্রবণ ক-

কন্। মধ্যে রসভঙ্গ করিয়া প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলে ব-
ক্রতা হয় না। সভ্যজাতিদিগের একরূপ নিয়ম নহে।
আমরা এক্ষণে সভ্য হইয়াছি, সকল কাজে সভ্যদিগের
নিয়মানুসারে চলা ভাল।

আমি একদা সেই পোর্ট ক্যানিং কোম্পানির বাস
স্থান মাতলায় বিষয়-কন্স্ট্রাকশন গিয়াছিলাম। তথায়
এক বংশমণ্ডপ-মধ্যে একটা কোমল মাংসযুক্ত নৃত্যশীল
ছাগবৎস দৃষ্টি করিয়া তদাস্বাদনার্থ মণ্ডপ-মধ্যে প্রবিষ্ট হই-
লাম। ঐ মণ্ডপ ভৌতিক—পশ্চাৎ জানিয়াছি, মনুষ্যেরা
উহাকে ফাঁদ বলে। আমার প্রবেশ মাত্র আপনা হইতে
তাহার দ্বার রুদ্ধ হইল। কতক গুলি মনুষ্য তৎপরে
সেই খানে উপস্থিত হইল। তাহারা আমার দর্শন পা-
ইয়া পরমানন্দিত হইল, এবং আহ্লাদসূচক চীৎকার,
হাস্য, পরিহাসাদি করিতে লাগিল। তাহারা যে আমার
ভয়সী প্রশংসা করিতেছিল, তাহা আমি বুঝিতে পারিয়া
ছিলাম। কেহ আমার আঁকারের প্রশংসা করিতেছিল,
কেহ আমার দস্তুর, কেহ নখের, কেহ লাঙ্গুলের গুণ-
গান করিতে লাগিল। এবং অনেকে আমার উপর প্রীতি
হইয়া, পত্নীর সহোদরকে যে সম্বোধন করে, আমাকে
সেই প্রিয়ম্বস্বোধন করিল। পরে তাহারা ভক্তিভাবে

আমাকে মণ্ডপ-সমেত স্বক্কে বহন করিয়া, এক শকটের উপর উঠাইল। ছই অমলশ্বেতকান্তি বলদ ঐ শকট বহন করিতেছিল। তাহাদিগকে দেখিয়া আমার বড় ক্ষুধাব উদ্বেক হইল। কিন্তু তৎকালে ভৌতিক মণ্ডপ হইতে বাহির হইবার উপায় ছিল না, এ জন্য অর্দ্ধভুক্ত ছাগে তাহা পরিতৃপ্ত করিলাম। আমি স্নেহে শকটারোহণ করিয়া, ছাগমাংস ভক্ষণ করিতে২ এক নগরবাসী শ্বেতবর্ণ মনুষ্যের আবাসে উপস্থিত হইলাম। সে আমার সম্মানার্থ স্বয়ং দ্বারদেশে আসিয়া আমার অভ্যর্থনা করিল। এবং লৌহদণ্ডাদিভূষিত এক সুরম্য গৃহমধ্যে আমার আবাসস্থান নির্দেশ করিয়া দিল। তথায় সজীব বা সদ্য হত ছাগ মেঘ গবাদির উপাদেয় মাংস শোণিতের দ্বারা আমার সেবা করিত। অন্যান্য দেশ বিদেশীয় বহু-তর মনুষ্য আমাকে দর্শন করিতে আসিত, আমিও বুদ্ধিতে পারিতাম যে, উহারা আমাকে দেখিয়া চরিতার্থ হইত।

আমি বহুকাল ঐ লৌহজালাবৃত প্রকোষ্ঠে বাস করিলাম। ইচ্ছা ছিল না যে, সে স্নেহ ত্যাগ করিয়া আর ফিরিয়া আসি। কিন্তু স্বদেশ-বাৎসল্য প্রযুক্ত থাকিতে পারিলাম না। অহা! যখন এই জন্মভূমি আমার মনে

পড়িত, তখন আমি হাউ হাউ করিয়া ডাকিতে থাকিতাম।
 হে মাতঃ সুন্দরবন! আমি কি তোমাকে কখন ভুলিতে
 পারিব? আহা! তোমাকে যখন মনে পড়িত, তখন আমি
 ছাগমাংস ত্যাগ করিতাম, মেঘ মাংস ত্যাগ করিতাম!
 (অর্থাৎ অস্থি এবং চর্মে মাত্র ত্যাগ করিতাম)—এবং স-
 র্বদা লাস্কুল্লাঘাতের দ্বারা আপনার অন্তঃকরণেব চিন্তা
 লোককে জানাইতাম। হে জন্মভূমি! যত দিন আমি
 তোমাকে দেখি নাই, তত দিন ক্ষুধা না পাইলে খাই
 নাই, নিদ্রা না আসিলে নিদ্রা যাই নাই। দুঃখেব অধিক
 পরিচয় আর কি দিব, পেটে যাহা ধরিত, তাহাই খাই-
 তাম, তাহার উপর আর দুই চারি সের মাত্র মাংস খাই-
 তাম। আর খাইতাম না।”

তখন বৃহন্লাঙ্গুল মহাশয়, জন্মভূমির প্রেমে অভিভূত
 হইয়া অনেক ক্ষণ নীরব হইয়া রহিলেন। বোধ হইল,
 তিনি অশ্রুপাত করিতেছিলেন, এবং দুই এক বিন্দু স্বচ্ছ
 ধারা পতনের চিহ্ন ভূতলে দেখা গিয়াছিল। কিন্তু কতি-
 পয় যুবা ব্যাঘ্র তর্ক করেন যে, সে বৃহন্লাঙ্গুলের ‘অশ্রুপাত-
 নেব চিহ্ন নহে। মনুস্যালয়ের প্রচুর আহ্বানের কথা
 স্মরণ হইয়া সেই ব্যাঘ্রের মুখে লাল পড়িয়াছিল।

লেক্চরর তখন ধৈর্য্য প্রাপ্ত হইয়া পুনরপি বলিতে

আরম্ভ করিলেন, “ কি প্রকারে আমি সেই স্থান ত্যাগ করিলাম, তাহা বলিবার প্রয়োজন নাই। আমার অভি-প্রায় বুঝিয়াই হটুক, আর ভুলক্রমেই হটুক, আমরা ভৃত্য এক দিন আমার মন্দির-মার্জ্জনাতে, দ্বার মুক্ত রাখিয়া গিয়াছিলাম। আমি সেই দ্বার দিয়া নিষ্ক্রান্ত হইয়া উদ্যানরক্ষককে মুখে করিয়া লইয়া চলিয়া আসিলাম।

এই সকল বৃত্তান্ত সবিস্তারে বলার কারণ এই যে, আমি বহুকাল মনুষ্যালয়ে বাস করিয়া আসিয়াছি—মনুষ্য চরিত্র সবিশেষ অবগত আছি—শুনিয়া আপনারা আমার কথায় বিশেষ আস্থা করিবেন, সন্দেহ নাই। আমি যাহা দেখিয়াছি, তাহাই বলিব। অন্য পর্য্যটকদিগের ন্যায় অমূলক উপন্যাস বলা আমার অভ্যাস নাই। বিশেষ, মনুষ্যসম্বন্ধে অনেক উপন্যাস আমরা চিরকাল শুনিয়া আসিতেছি; আমি সে সকল কথায় বিশ্বাস করি না। আমরা পূর্ক্কাপর শুনিয়া আসিতেছি যে, মনুষ্যেরা ক্ষুদ্র-জীবী হইয়াও পর্ব্বতাকার বিচিত্র গৃহ নিৰ্ম্মাণ করে। ঐরূপ পর্ব্বতাকার গৃহে তাহারা বাস করে বটে, কিন্তু কখন তাহাদিগকে ঐরূপ গৃহ নিৰ্ম্মাণ করিতে আমি চক্ষে দেখি নাই। সুতরাং তাহারা যে ঐরূপ গৃহ স্বয়ং নিৰ্ম্মাণ করিয়া থাকে, ইহার প্রমাণাভাব। আমার কোথ হইয়া তা-

হারা যে সকল গৃহে বাস করে, তাহা প্রকৃত পৰ্ব্বত বটে, স্বভাবের সৃষ্টি; তবে তাহা বহু গুহাবিশিষ্ট দেখিয়া বুদ্ধি জীবী মনুষ্যপশু তাহাতে আশ্রয় করিয়াছে ।*

মনুষ্য জন্তু উভয়াহারী । তাহারা মাংসভোজী; এবং ফলমূলও আহার করে । বড়২ গাছ খাইতে পারে না; ছোট২ গাছ সমূলে আহার করে । মনুষ্যেরা ছোটগাছ এত ভালবাসে যে, আপনারা তাহাব চাস করিয়া ঘেরিয়া রাখে । ঐরূপ রক্ষিত ভূমিকে ক্ষেত বা বাগান বলে । এক মনুষ্যের বাগানে অন্য মনুষ্য চরিতে পায় না ।

মনুষ্যেরা, ফল মূল লতা গুল্মাদি ভোজন করে বটে, কিন্তু ঘাস খায় কি না, বলিতে পারি না । কখন কোন মনুষ্যকে ঘাস খাইতে দেখি নাই । কিন্তু এ বিষয়ে আমার কিছু সংশয় আছে । শ্বেতবর্ণ মনুষ্যেরা এবং কৃষ্ণবর্ণ ধনবান্ মনুষ্যেরা বহুবলে আপন২ উদ্যানে ঘাস

* পাঠক মহাশয় বৃহত্ত্বাঙ্গুলের ত্রায়শাস্ত্রে ব্যাৎপত্তি দেখিয়া বিস্মিত হইবেন না। এইরূপ তর্কে মাক্ষমূলবস্থির করিয়াছেন যে, প্রাচীন ভারতবর্ষীয়েরা লিখিতে জানিতেন না । এইরূপ তর্কে জেমস মিল স্থির করিয়াছেন যে, প্রাচীন ভারতবর্ষীয়েরা অসভ্য জাতি, এবং সংস্কৃত ভাষা ক্রুত ভাষা । বস্তুতঃ এই ব্যাভ্র পণ্ডিতে এবং মনুষ্য পণ্ডিতে অধিক বৈলক্ষণ্য দেখা যায় না ।

তৈয়ার করে । আমার বিবেচনায় উহারা ঐ ঘাস খাইয়া থাকে । নহিলে ঘাসে তাহাদের এত যত্ন কেন ? এরূপ আমি একজন কৃষ্ণবর্ণ মনুষ্যের মুখে শুনিয়াছিলাম । সে বলিতেছিল, ‘ দেশটা উচ্ছন্ন গেল—যত সাহেব স্ত্রী বড় মানুষে বস্ত্র বসে ঘাস খাইতেছে !’ সুতরাং প্রধান মনুষ্যেরা যে ঘাস খায়, তাহা এক প্রকার নিশ্চয় ।

কোন মনুষ্য বড় ক্রুদ্ধ হইলে বলিয়া থাকে, ‘ আমি কি ঘাস খাই ?’ আমি জানি, মনুষ্যদিগের স্বভাব এই, তাহারা যে কাজ করে, অতি যত্নে তাহা গোপন করে । অতএব যেখানে তাহারা ঘাস খাওয়ার কথায় রাগ করে, তখন অবশ্য সিদ্ধান্ত করিতে হইবে যে, তাহারা ঘাস খাইয়া থাকে ।

মনুষ্যেরা পশু পূজা করে । আমার যে প্রকার পূজা করিয়াছিল, তাহা বলিয়াছি । অশ্বদিগেরও উহারা এরূপ পূজা করিয়া থাকে ; অশ্বদিগকে আশ্রয় দান করে, আহার যোগায়, গাত্র ধৌত ও মার্জনা করিয়া দেয় । বোধ হয়, অশ্ব মনুষ্য হইতে শ্রেষ্ঠ পশু বলিয়াই মনুষ্যেরা তাহা পূজা করে ।

মনুষ্যেরা ছাগ, মেঘ গবাদিও পালন করে । গো সম্বন্ধে তাহাদের এক আশ্চর্য্য ব্যাপার দেখা গিয়াছে ;

তাহারা গোকুর দুগ্ধ পান করে । ইহাতে পৃথ্বীকালের ব্যাঘ্র পণ্ডিতেরা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, মনুষ্যেরা কোন কালে গোকুর বৎসু ছিল । আমি তত দূর বলি না, কিন্তু এই কারণেই বোধ করি, গোকুর সঙ্গে মানুষের বুদ্ধিগত সাদৃশ্য দেখা যায় ।

সে যাহাই হউক, মনুষ্যেরা আহারের সুবিধার জন্য, গোকুর, ছাগল এসং মেষ পালন করিয়া থাকে । ইহা এক স্মরীতি, সন্দেহ নাই । আমি মানস করিয়াছি, প্রস্তাব করিব যে, আমরাও মানুষের গোহাল প্রস্তুত করিয়া মনুষ্য পালন করিব ।

গো, অশ্ব, ছাগ ও মেষের কথা বলিলাম । ইহা ভিন্ন, হস্তী, উষ্ট্র, গদভ, কুকুর, বিড়াল, এমন কি, পক্ষী পর্য্যন্ত তাহাদের কাছে সেবা প্রাপ্ত হয় । অতএব মনুষ্য জাতিতে সকল পশুর ভৃত্য বলিলেও বলা যায় ।

মনুষ্যালয়ে অনেক বানরও দেখিলাম । সে সকল বানর দ্বিবিধ ; এক সলাঙ্গুল, অপর লাঙ্গুলশূন্য । সলাঙ্গুল বানরেরা প্রায় ছাদের উপর, না হয় গাছের উপর থাকে । নীচেও অনেক বানর আছে বটে, কিন্তু অধিকাংশ বানরই উচ্চপদস্ত । বোধ হয়, বংশমর্যাদা বা জাতিগৌরব ইহার কারণ ;

মনুষ্য চরিত্র অতি বিচিত্র । তাহাদের মধ্যে বিবাহের যে রীতি আছে, তাহা অত্যন্ত কৌতুক্যবহ । তন্মিত্ত, তাহাদিগের রাজনীতিও অত্যন্ত মনোহর । ক্রমেং তাহা বিবৃত করিতেছি ।”

এই পর্য্যন্ত প্রবন্ধ পঠিত হইলে, সভাপতি অমিতোদর, দূরে একটি হরিণশিশু দেখিতে পাইয়া, চেয়ার হইতে লাফ দিয়া তদনুসরণে ধাবিত হইলেন । অমিতোদর এইরূপ দূরদর্শী বলিয়াই সভাপতি হইয়াছিলেন । সভাপতিকে অকস্মাৎ বিদ্যালোচনায় বিমুখ দেখিয়া, প্রবন্ধপাঠক কিছু ক্ষুব্ধ হইলেন । তাঁহার মনের ভাব বৃত্তিতে পারিয়া একজন বিজ্ঞ সভ্য তাঁহাকে কহিলেন, “আপনি ক্ষুব্ধ হইবেন না, সভাপতি মহাশয় বিষয় কন্ঠোপলক্ষে দৌড়িয়াছেন । হরিণের পাল আসিয়াছে, আমি ভ্রাণ পাইতেছি ।”

এই কথা শুনিবামাত্র মহাবিজ্ঞ সভ্যেরা লাঙ্গুলোথিত করিয়া, যিনি যে দিকে পারিলেন, সেই দিকে বিষয় কন্ঠের চেষ্টায় ধাবিত হইলেন । লেক্চররও এই বিদ্যার্থীদিগেব দৃষ্টান্তের অনুবর্তী হইলেন । এইরূপে সে দিন ব্যাঙ্গদিগের মহাসভা অকালে ভঙ্গ হইল ।

পরে তাঁহারা অন্য এক দিন, সকলে পরীমর্শ করিয়া

আহারান্তে সভার অধিবেশন করিলেন । সে দিন নিৰ্ব্বিলম্বে সভার কার্য সম্পন্ন হইয়া প্রবন্ধের অবশিষ্টাংশ পঠিত হইল । তাহার বিজ্ঞাপনী প্রাপ্ত হইলে, আমরা প্রকাশ করিব ।

ব্যাখ্যাচার্য্য বৃহল্লাঙ্গুল ।

দ্বিতীয় প্রবন্ধ ।

সভাপতি মহাশয়, বাঘিনীগণ, এবং ভদ্র ব্যাঘ্রগণ ।

আমি প্রথম বক্তৃতায় অঙ্গীকার কবিয়াছিলাম যে, মানুষের বিবাহপ্রণালী এবং অন্যান্য বিষয় সম্বন্ধে কিছু বলিব। ভদ্রের অঙ্গীকার পালনই প্রধান ধম্ম । অতএব আমি একবারেই আমার বিষয়ে প্রবেশ করিলাম ।

বিবাহ কাহাকে বলে, আপনারা সকলেই অবগত আছেন । সকলেই মধো ২ অবকাশ মতে বিবাহ কবিয়া থাকেন । কিন্তু মানুষ্যবিবাহে কিছু বৈচিত্র্য আছে । ব্যাঘ্র প্রভৃতি সভ্য পশুদিগের দারপরিগ্রহ কেবল প্রয়োজনাবিন, মানুষ্যপশুর সেরূপ নহে—তাহাদের মধো অনেকেই এক কালীন জন্মের মত বিবাহ কবিয়া রাখে ।

মহুশ্যবিবাহ দ্বিবিধ—নিত্য এবং নৈমিত্তিক । তন্মধ্যে
নিত্য অথবা পৌরোহিত বিবাহই মান্য । পুরোহিতকে
মধ্যবর্তী করিয়া যে বিবাহ সম্পন্ন হইয়া থাকে, তাহাই
পৌরোহিত বিবাহ ।

মহাদংষ্ট্রাঃ—পুরোহিত কি ?

বৃহল্লাঙ্গুল ।—অভিধানে লেখে, পুরোহিত চালক-
লাভোজী বঞ্চনাব্যবসায়ী মহুশ্য বিশেষ । কিন্তু এই ব্যাখ্যা
ছষ্ট । কেননা সকল পুরোহিত চালকলাভোজী নহে;
অনেক পুরোহিত মদ্য মাংস খাইয়া থাকেন; অনেক
পুরোহিত সর্কস্ভুক । পক্ষান্তরে, চাল কলা খাইলেই
পুরোহিত হয়, এমত নহে । বারাণসী নামক নগরে
অনেক গুলিন ষাঁড় আছে—তাহারা চালকলা খাইয়া
থাকে । তাহারা পুরোহিত নহে, তাহার কারণ, তাহারা
বঞ্চক নহে । বঞ্চকে যদি চালকলা খায়, তাহা হইলেই
পুরোহিত হয় ।

পৌরোহিত বিবাহে এই রূপ এক জন পুরোহিত বর-
কন্যার মধ্যবর্তী হইয়া বসে । বসিয়া কতক গুলা বকে ।
এই বক্তৃতাকে মন্ত্র বলে । তাহার অর্থ কি, আমি সবিশেষ
অবগত নহি, কিন্তু আমি যেরূপ পণ্ডিত, তাহাতে ঐ

সকল মন্ত্রের এক প্রকার অর্থ মনে মনে অনুভূত করিয়াছি। বোধ হয়, পুরোহিত বলে,

“হে বরকন্যো!” আমি আঞ্জা করিতেছি, তোমরা বিবাহ কর। তোমরা বিবাহ করিলে, আমি নিত্য চালকলা পাইব—অতএব তোমরা বিবাহ কর। এই কন্যার গর্তাধানে, সীমন্তোন্নয়নে, স্তৃতিকাগারে, চালকলা পাইব—অতএব তোমরা বিবাহ কর। সস্তানের ষষ্ঠীপূজায়, অন্নপ্রাশনে, কর্ণবেধে, চূড়াकरणে বা উপনয়নে—অনেক চালকলা পাইব, অতএব তোমরা বিবাহ কর। তোমরা সংসারধর্মে প্রবৃত্ত হইলে, সর্কদা ব্রত নিয়মে, পূজা পার্কণে, যাগ যজ্ঞে, রত হইবে, সুতরাং আমি অনেক চালকলা পাইব; অতএব তোমরা বিবাহ কর। বিবাহ কর, কখন এ বিবাহ রহিত করিও না। যদি রহিত কর, তবে আমার চালকলার বিশেষ বিঘ্ন হইবে। তাহা হইলে এক২ চপেটাঘাতে তোমাদের মুণ্ডপাত করিব। আমাদের পূর্বপুরুষদিগের এইরূপ আঞ্জা।”

বোধ হয়, এই শাসনের জন্যই পুরোহিত বিবাহ কখন রহিত হয় না।

আমাদিগের মধ্যে যে বিবাহপ্রথা প্রচলিত আছে, তাহাকে নৈমিত্তিক বিবাহ বলা যায়। মনুষ্য মধ্যে এরূপ

বিবাহও সচরাচর প্রচলিত। অনেক মনুষ্য এবং মানুষী, নিত্য নৈমিত্তিক উভয়বিধ বিবাহ করিয়া থাকে। কিন্তু নিত্য নৈমিত্তিক বিবাহে বিশেষ প্রভেদ এই, যে নিত্য বিবাহ কেহ গোপন করে না, নৈমিত্তিক বিবাহ সকলেই প্রাণপণে গোপন করে। যদি এক জন মনুষ্য অন্য মনুষ্যের নৈমিত্তিক বিবাহের কথা জানিতে পারে, তাহা হইলে কখন কখন তাহাকে ধরিয়া প্রহার করে। আমরা বিবেচনায় পুরোহিতেরাই এই অনর্থের মূল। নৈমিত্তিক বিবাহে তাহারা চাল কলা পায় না—সুতরাং ইহার দমনই তাহাদের উদ্দেশ্য—তাহাদের শিক্ষা মতে সকলেই নৈমিত্তিক বিবাহকারীকে ধরিয়া প্রহার করে। কিন্তু বিশেষ চমৎকার এই, যে অনেকেই গোপনে স্বয়ং নৈমিত্তিক বিবাহ করে, অণুচ পরকে নৈমিত্তিক বিবাহ করিতে দেখিলে ধরিয়া প্রহার করে!

ইহাতে আমার বিবেচনা হইতেছে যে, অনেক মনুষ্যই নৈমিত্তিক বিবাহে সক্ষম, তবে পুরোহিত প্রভৃতির ভয়ে মুখ কুটিতে পারে না। আমি মনুষ্যালয়ে বাস কালীন জানিয়া আসিয়াছি, অনেক উচ্চ শ্রেণীস্থ মনুষ্যের নৈমিত্তিক বিবাহে বিশেষ আদর। যাহারা আমাদের ন্যায় সুসভ্য, সুতরাং পণ্ডিত, তাহারাই এ বিষয়ে আমাদের

গের অনুকরণ করিয়া থাকেন । আমার এমনও ভরসা আছে যে, কালে মনুষ্যজাতি আমাদিগের ন্যায় সুসভ্য হইলে, নৈমিত্তিক বিবাহ তাহাদের মধ্যে সমাজসম্মত হইবে । অনেক মনুষ্যপণ্ডিত তৎপক্ষে প্রবৃত্তিদায়ক গ্রন্থাদি লিখিতেছেন । তাঁহারা স্বজাতিহিতৈষী, সন্দেহ নাই । আমার বিবেচনায়; সম্মানবর্দ্ধনার্থ তাঁহাদিগকে এই ব্যাঘ্রসমাজের অনরারি মেঘর নিযুক্ত করিলে ভাল হয় । ভরসা করি, তাঁহারা সভাস্থ হইলে, আপনারা তাঁহাদিগকে জলযোগ করিবেন না । কেননা তাঁহারা আমাদিগের ন্যায় নীতিজ্ঞ এবং লোকহিতৈষী ।

মনুষ্যমধ্যে বিশেষ এক প্রকার নৈমিত্তিক বিবাহ প্রচলিত আছে, তাহাকেমৌদ্রিক বিবাহ বলা যাইতে পারে । এ প্রকার বিবাহ সম্পন্নার্থ মানুষ মুদ্রার দ্বারা কোন মানুষীর করভল সংস্পৃষ্ট করে । তাহা হইলেই মৌদ্রিক বিবাহ সম্পন্ন হয় ।

মহাদেবী । মুদ্রা কি ?

বৃহন্নাল । মুদ্রা মনুষ্যদিগের পূজ্য দেবতা বিশেষ । যদি আপনাদিগের কৌতূহল থাকে, তবে আমি বিশেষে সেই মহাদেবীর গুণ কীর্তন করি । মনুষ্য যত দেবতার পূজা করে, তন্মধ্যে ইহার প্রতিই তাহাদের বিশেষ

ভক্তি। ইনি সাকারা। স্বর্ণ, রৌপ্য এবং তাম্রে ইহার প্রতিমা নির্মিত হয়। লৌহ, টিন এবং কাষ্ঠে ইহার মন্দির প্রস্তুত করে। রেশম, পশম, কার্পাস, চর্ম প্রভৃতিতে ইহার সিংহাসন রচিত হয়। মানুষ গণ রাজিদিন ইহার ধ্যান করে, এবং কিসে ইহার দর্শন প্রাপ্ত হইবে, সেই জন্য সর্বদা শশব্যস্ত হইয়া বেড়ায়। যে বাড়ীতে টাকা আছে জানে, অহরহ সেই বাড়ীতে মনুষ্যেরা যাতায়াত করিতে থাকে,—এমনই ভক্তি, কিছুতেই সে বাড়ী ছাড়ে না—মারিলেও যায় না। যে এই দেবীর পুরোহিত, অথবা যাহার গৃহে ইনি অধিষ্ঠান করেন, সেই ব্যক্তি মনুষ্যমধ্যে প্রধান হয়। অন্য মনুষ্যেরা সর্বদাই তাঁহার নিকট যুক্তকরে স্তব স্তুতি করিতে থাকে। যদি মুদ্রাদেবীর অধিকারী একবার তাঁহাদের প্রতি কটাক্ষ করে, তাহাইলে তাঁহারা চরিতার্থ হইবেন।

দেবতাও বড় জাগ্রত। এমন কাজই নাই যে এই দেবীর অনুগ্রহে সম্পন্ন হয় না। পৃথিবীতে এমন সামগ্রীই নাই যে এই দেবীর বরে পাওয়া যায় না। এমন দুর্কর্মই নাই যে এই দেবীর উপাসনায় সম্পন্ন হয় না। এমন দোষই নাই যে ইহার অনুকম্পায় ঢাকা পড়ে না। এমন গুণই নাই যে তাঁহার অনুগ্রহব্যতীত গুণ বলিয়া

মনুষ্যসমাজে প্রতিপন্ন হইতে পারে; বাহার ঘরে ইনি নাই—তাহার আবার গুণ কি? বাহার ঘরে ইনি বিরাজ করেন, তাহার আবার দোষ কি? মনুষ্যসমাজে মুদ্রামহাদেবীর অনুগৃহীত ব্যক্তিকেই ধার্মিক বলে—মুদ্রাহীনতাকেই অধর্ম বলে। মুদ্রা থাকিলেই বিদ্বান্ হইল। মুদ্রা বাহার নাই, তাহার বিদ্যা থাকিলেও, মনুষ্যশাস্ত্রানুসারে সে মূর্খ বলিয়া গণ্য হয়। আমরা যদি “বড় বাঘ” বলি, তবে অমিতোদর, মহাদংষ্ট্রী, প্রভৃতি প্রকাণ্ডকার মহাব্যাঘ্রগণকে বুঝাইবে। কিন্তু মনুষ্যালয়ে “বড় মানুষ” বলিলে সেরূপ অর্থ হয় না—আট হাত বা দশ হাত মানুষ বুঝায় না, বাহার ঘরে এই দেবী বাস করেন, তাহাকেই “বড় মানুষ” বলে। বাহার ঘরে এই দেবী স্থাপিতা নহেন, সে পাঁচ হাত লম্বা হইলেও তাহাকে “ছোট লোক” বলে।

মুদ্রাদেবীর এই রূপ নানাবিধ গুণগান শ্রবণ করিয়া, আমি প্রথমে সঙ্কল্প করিয়াছিলাম, যে মনুষ্যালয় হইতে ইহাকে আনিয়া ব্যাভ্রালয়ে স্থাপন করিব। কিন্তু পশ্চাৎ যাহা শুনিলাম, তাহাতে বিরত হইলাম। শুনিলাম যে, মুদ্রাই মনুষ্যজাতির যত অনিষ্টের মূল। ব্যাভ্রাদি প্রধান পশুরা কখন স্বজাতির হিংসা করে না, কিন্তু মনুষ্যেরা

সর্বদা আত্মজাতির হিংসা করিয়া থাকে। মুদ্রাপূজাই ইহার কারণ। মুদ্রার লোভে, সকল মনুষ্যেই পরস্পরের অনিষ্টচেষ্টায় রত। প্রথম বক্তৃতায় বলিয়াছিলাম যে, মনুষ্যেরা সহস্রে২ প্রান্তরমধ্যে সমবেত হইয়া পরস্পরকে হনন করে। মুদ্রাই তাহার কারণ। মুদ্রাদেবীর উত্তেজনায় সর্বদাই মনুষ্যেরা পরস্পরে হত, আহত, পীড়িত, অবরুদ্ধ, অপমানিত, তিরস্কৃত করে। মনুষ্যালোকে বোধ হয়, এমত অনিষ্টই নাই, যে এই দেবীর অনুগ্রহপ্রেরিত নহে। ইহা আমি জানিতে পারিয়া, মুদ্রাদেবীকে উদ্দেশে প্রণাম করিয়া তাঁহার পূজার অভিলাষ ত্যাগ করিলাম।

কিন্তু মনুষ্যেরা ইহা বুঝে না। প্রথম বক্তৃতাতেই বলিয়াছি যে, মনুষ্যেরা অত্যন্ত অপরিণামদর্শী—সর্বদাই পরস্পরের অমঙ্গল চেষ্টা করে। অতএব তাহারা অবিরত রূপার চাকি ও তামার চাকি সংগ্রহের চেষ্টায় কুমারের চাকের ন্যায় ঘুরিয়া বেড়ায়।

মনুষ্যদিগের বিবাহতৎসংযম কৌতুকাবহ, অন্যান্য বিষয়ও শুক্রপ। তবে, পাছে দীর্ঘ বক্তৃতা করিলে, আপনাদিগের বিষয় কন্ঠের সময় পুনরুপস্থিত হয়, এই জন্য অদ্য এই খানে সমাধা করিলাম। ভবিষ্যতে যদি অবকাশ হয়, তবে অন্যান্য বিষয়ে কিছু বলিব।’

এই রূপে বক্তৃতা সমাধা করিয়া পণ্ডিতবর ব্যাভ্রাচার্য্য বৃহল্লাঙ্গুল, বিপুল লাঙ্গুলচট্টটারবমধ্যে উপবেশন করিলেন। তখন দীর্ঘনথ নামে এক সুশিক্ষিত যুবা ব্যাভ্র গাত্রোথান করিয়া, হাউ মাউ শব্দে বিতর্ক আরম্ভ করিলেন।

দীর্ঘনথ মহাশয় গর্জ্জনাশ্বে বলিলেন, “হে ভদ্র ব্যাঘু-গণ! আমি অদ্য বক্তার সদ্বক্তৃতার জন্য তাঁহাকে ধন্যবাদ দিবার প্রস্তাব করি। কিন্তু ইহা বলাও কর্তব্য যে বক্তৃতাটি নিতান্ত মন্দ, মিথ্যাকথাপরিপূর্ণ, এবং বক্তা অতি গণ্ডমূর্খ।”

অমিতোদর। “আপনি শাস্ত হউন। সভাজাতী-য়েরা অত স্পষ্ট করিয়া গালি দেয় না। প্রচ্ছন্নভাবে আপনি আরও গুরুতর গালি দিতে পারেন।”

দীর্ঘনথ। “যে আজ্ঞা। বক্তা অতি সত্যবাদী, তিনি যাহা বলিলেন, তাহার মধ্যে, অধিকাংশ কথা অপ্রাকৃত হইলেও, দুই একটা সত্য কথা পাওয়া যায়। তিনি অতি সুপণ্ডিত ব্যক্তি। অনেকেই মনে করিতে পারেন যে, এই বক্তৃতার মধ্যে বক্তব্য কিছুই নাই। কিন্তু আমরা যাহা পাইলাম, তাহার জন্য কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত। তবে বক্তৃতার সকল কথায় সম্মতি প্রকাশ করিতে পারি

না। বিশেষ, আদৌ মনুষ্যমধ্যে বিবাহ কাহাকে বলে, বক্তা তাহাই অবগত নহেন। ব্যাঘ্র জাতির কুলরক্ষার্থ যদি কোন বাঘ কোন বাঘিনীকে আপন সহচরী করে, (সহচরী, সঙ্গে চরে) তাহাকেই আমরা বিবাহ বলি। মানুষের বিবাহ সেরূপ নহে। মানুষ, স্বভাবতঃ দুর্বল এবং প্রভুভক্ত। সুতরাং প্রত্যেক মনুষ্যের এক২টি প্রভু চাহি। সকল মনুষ্যই এক২ জন স্ত্রীলোককে আপন প্রভু বলিয়া নিযুক্ত করে। ইহাকেই তাহারা বিবাহ বলে। যখন তাহারা কাহাকে সাক্ষী রাখিয়া প্রভুনিয়োগ করে, তখন সে বিবাহকে পুরোহিত বিবাহ বলা যায়। সাক্ষীর নাম পুরোহিত। বৃহল্লাঙ্গুল মহাশয় বিবাহমন্ত্রের যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহা অর্থার্থ। সে মন্ত্র এই রূপ;—

পুরোহিত। ‘বল, আমাকে কি বিষয়ের সাক্ষী হইতে হইবে?’

বর। ‘আপনি সাক্ষী থাকুন, আমি এই স্ত্রীলোকটিকে জন্মের মত আমার প্রভু হইয়া নিযুক্ত করিলাম।’

পুরো। ‘আর কি?’

বর। ‘আর আমি জন্মের মত ইহার স্ত্রীচরণের

গোলাম হইলাম । আহাৰ যোগানের ভার আমার উপর ;
—খাইবার ভার উঁহার উপর ।’

পুরো । (কন্যার প্রতি) ‘তুমি কি বল?’

কন্যা । ‘আমি ইচ্ছাক্রমে এই ভৃত্যটিকে গ্রহণ করি-
লাম । যত দিন ইচ্ছা হইবে, চরণসেবা করিতে দিব ।
যে দিন ইচ্ছা না হইবে, সেদিন নাতি মারিয়া তাড়াইয়া
দিব ।’

পুরো । ‘শুভমস্ত ।’

এইরূপ আরও অনেক ভুল আছে । যথা মুদ্রাকে
বক্তা মনুষ্যপূজিত দেবতা বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, কিন্তু
বাস্তবিক উহা দেবতা নহে । মুদ্রা এক প্রকার বিষচক্র ।
মনুষ্যেরা অত্যন্ত বিষপ্রিয়; এই জন্য সচরাচর মুদ্রাসংগ্রহ-
জন্য যত্নবান্ । মনুষ্যাগণকে মুদ্রাভক্ত জানিয়া আমি
পূৰ্বে বিবেচনা করিয়াছিলাম যে ‘না জানি মুদ্রা কেমনই
উপাদেয় সামগ্রী; আমাকে একদিন খাইয়া দেখিতে
হইবে ।’ একদা বিদ্যাধরী নদীর তীরে একটা মনুষ্যকে
হত করিয়া ভোজন করিবার সময়ে, তাহার বস্ত্রমধ্যে
কয়েকটা মুদ্রা পাইলাম । পাইবামাত্র উদরসাৎ করি-
লাম । পর দিবস আমার উদরের পীড়া উপস্থিত হইল ।
স্মরণ্য মুদ্রা যে এক প্রকার বিষ, তাহাতে সংশয় কি?’

দীর্ঘনথ এইরূপে বক্তৃতা সমাপন করিলে পর অন্যান্য ব্যাভ্র মহাশয়েরা উঠিয়া বক্তৃতা করিলেন। পরে, সভাপতি অমিতোদর মহাশয় বলিতে লাগিলেন;—

“এক্ষণে রাত্রি অধিক হইয়াছে, বিষয় কক্ষের সময় উপস্থিত। বিশেষ, হরিণের পাল কখন আইসে, তাহার স্থিরতা কি? অতএব দীর্ঘ বক্তৃতা করিয়া কালহরণ কর্তব্য নহে। বক্তৃতা অতি উত্তম হইয়াছে—এবং বৃহ-
ল্লাঙ্গুল মহাশয়ের নিকট আমরা বড় বাধিত হইলাম। এক কথা এই বলিতে চাহি, যে আপনারা দুই দিন যে বক্তৃতা শুনিলেন, তাহাতে অবশ্য বুঝিয়া থাকিবেন যে, মনুষ্য অতি অসভ্য পশু। আমরা অতি সভ্য পশু। সুতরাং আমাদের কর্তব্য হইতেছে যে আমরা মনুষ্যাগ-
ণকে আমাদের ন্যায় সভ্য করি। বোধ করি, মনুষ্যাদি-
গকে সভ্য করিবার জন্যই জগদীশ্বর আমাদের কাছে এই সুন্দর বনভূমিতে প্রেরণ করিয়াছেন। বিশেষ, মানুষেরা সভ্য হইলে, তাহাদের মাংস আরও কিছু সুস্বাদ হইতে পারে, এবং তাহারাও আরও সহজে ধরা দিতে পারে। কেন না সভ্য হইলেই তাহারা বুঝিতে পারিবে যে ব্যাভ্র-
দিগের আহ্বারার্থ শরীরদান করাই মনুষ্যের কর্তব্য। এই রূপ সভ্যতাই আমরা শিখাইতে চাই। অতএব আপ-

নারা এ বিষয়ে মনোযোগী হউন। ব্যাঘ্রদিগের কর্তব্য যে, মনুষ্যদিগকে অগ্রে সভ্য করিয়া পশ্চাৎ ভোজন করেন।”

সভাপতি মহাশয় এইরূপে বক্তৃতা সমাপন করিয়া লালচুলচট্টারবমধ্যে উপবেশন করিলেন, তখন সভাপতিকে ধন্যবাদ প্রদানান্তর ব্যাঘ্রদিগের মহাসভা ভঙ্গ হইল। তাঁহারা যে যথায় পারিলেন, বিষয় কৰ্ম্মে প্রয়াণ করিলেন।

যে ভূমিখণ্ডে সভার অধিষ্ঠান হইয়াছিল, তাহার চারি পার্শ্বে কতকগুলি বড়২ গাছ ছিল। কতকগুলি বানর, তত্পরি আরোহণ করিয়া, বৃক্ষপত্রমধ্যে প্রচ্ছন্ন থাকিয়া, ব্যাঘ্রদিগের বক্তৃতা শুনিতোছিল। ব্যাঘ্রেরা সভাভূমি ত্যাগ করিয়া গেলে, একটি বানর মুখ বাহির করিয়া অন্ত বানরকে ডাকিয়া কহিল, “বলি, ভায়া ডালে আছ?”

দ্বিতীয় বানর বলিল, “আজ্ঞে, আছি।”

প্রথম বানর। “আইস, আগরা এই ব্যাঘ্রদিগের বক্তৃতার সমালোচনায় প্রবৃত্ত হই।”

দ্বি, বা। “কেন?”

প্র, বা। “এই বাঘেরা আমদিগের চিরশত্রু। আইস, কিঁছু নিন্দা করিয়া শত্রুতা সাধা যাউক।”

দ্বি, বা । “অবশ্য কর্তব্য । কাজটা আমাদিগের জাতির উচিত বটে ।”

প্র, বা । “আচ্ছা, তবে দেখ বাঘেরা কেহ নিকটে নাই ত?”

দ্বি, বা । “না । তথাপি আপনি একটু প্রচেষ্টা থাকিয়া বলুন ।”

প্র, বা । “সেই কথাই ভাল । নইলে কি জানি, কোন্ দিন কোন্ বাঘের সম্মুখে পড়িব, আর আমাকে ভোজন করিয়া ফেলিবে ।”

দ্বি, বা । “বলুন কি দোষ!”

প্র, বা । “প্রথম, ব্যাকরণ অশুদ্ধ । আমরা বানর-জাতি, ব্যাকরণে বড় পণ্ডিত । ইহাদের ব্যাকরণ আমাদের বাঁহুরে ব্যাকরণের মত নহে ।”

দ্বি, বা । “তার পর?”

প্র, বা । “ইহাদের ভাষা বড় মন্দ ।”

দ্বি, বা । “হাঁ; উহারা বাঁহুরে কথা কয় না !

প্র, বা । “ঐ যে অমিতোদর বলিল, ‘ব্যাস্ত্রদিগের কর্তব্য, অগ্রে মনুষ্যদিগের সম্ভ্য করিয়া পশ্চাৎ ভোজন করেন,’ ইহা না বলিয়া যদি বলিত, ‘অগ্রে মনুষ্যদিগকে

ভোজন করিয়া পশ্চাৎ সভ্য করেন, তাহা হইলে সম্ভব হইত।”

দ্বি, বা। “সন্দেহ কি—নহিলে আমাদের বানর বলিবে কেন?”

প্র, বা। “কি প্রকারে বক্তৃতা হয়, কি কি কথা বলিতে হয়, তাহা উহারী জানে না। বক্তৃতায় কিছু কিচমিচ করিতে হয়, কিছু লক্ষ লক্ষ করিতে হয়, দুই একবার মুখ ভেঙ্গাইতে হয়, দুই এক বার কদলী ভোজন করিতে হয়; উহাদের কর্তব্য, আমাদের কাছে কিছু শিক্ষা লয়।”

দ্বি, বা। “আমাদিগের কাছে শিক্ষা পাইলে উহারী বানর হইত, ব্যাঘ্র হইত না।”

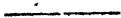
এমত-সময়ে আরো কয়েকটা বানর সাহস পাইয়া উঠিল। এক বানর বলিল, “আমার বিবেচনায় বক্তৃতার মহন্দোষ এই যে, বৃহন্নাসুল আপনার জ্ঞান ও বুদ্ধির দ্বারা আবিষ্কৃত অনেক গুলিন নূতন কথা বলিয়াছেন। সে সকল কথা কোন গ্রন্থেই পাওয়া যায় না। যাহা পূর্ব-লেখকদিগের চর্কিতচর্কণ নহে, তাহা নিতান্ত দুষ্ট। আমরা বানর জাতি, চিরকাল চর্কিতচর্কণ করিয়া বানর-

লোকের শ্রীবৃদ্ধি করিয়া আনিতেছি—ব্যাত্মাচার্য্য যে তাহা করেন নাই, ইহা মহা পাপ ।”

তখন একটি রূপী বানর বলিয়া উঠিল, “আমি এই সকল বক্তৃতার মধ্যে হাজার এক দোষ তালিকা করিয়া বাহির করিতে পারি । আমি হাজার এক স্থানে বৃদ্ধিতে পুরি নাই । যাহা আমার বিদ্যাবুদ্ধির অঙ্গীত, তাহা মহাদোষ বই আর কি ?”

আর একটি বানর কহিল, “আমি বিশেষ কোন দোষ দেখাইতে পারি না । কিন্তু আমি বায়ান্ন রকম মুখভঙ্গী করিতে পারি; এবং অশ্লীল গালিগালাজ দিয়া আপন সভ্যতা এবং রসিকতা প্রচার করিতে পারি ।”

এইরূপে বানরেরা ব্যাঘ্রদিগের নিন্দাবাদে প্রবৃত্ত রহিল । দেখিয়া এক স্থলোদর বানব বলিল, যে “আমরা ষ্ট্রুপ নিন্দাবাদ করিলাম তাহাতে বৃহলাঙ্গুল বাসায় গিয়া মরিয়া থাকিবে। আইস, আমরা কদলী ভোজন করি।”



ইংরাজস্তোত্র ।

(মহাভারত হইতে অনুবাদিত)

হে ইংরাজ ! আমি তোমাকে প্রণাম করি । ১ ॥

তুমি নানাগুণে বিভূষিত, সুন্দর কাস্তিবিশিষ্ট, বহুল সম্পদযুক্ত ; অতএব হে ইংরাজ ! আমি তোমাকে প্রণাম করি । ২ ॥

তুমি হর্তা—শত্রুদলের; তুমি কর্তা—আইনাদির; তুমি বিধাতা—চাকরি প্রভৃতির । অতএব হে ইংরাজ ! আমি তোমাকে প্রণাম করি । ৩ ॥

তুমি সমরে দিব্যাস্ত্রধারী—শিকারে বল্লমধারী, বিচারাগারে অর্দ্ধ ইঞ্চি পরিমিত বাসবিশিষ্ট বেত্রধারী, আহারে কাঁটা চাম্চে ধারী; অতএব হে ইংরাজ ! আমি তোমাকে প্রণাম করি । ৪ ॥

তুমি একরূপে রাজপুত্রী মধ্যে অধিষ্ঠান করিয়া রাজ্য কর; আর একরূপে পণ্যবীথিকা মধ্যে বাণিজ্য কর; আর একরূপে কাছাড়ে চার চাস কর; অতএব হে ত্রিমূর্ত্তে ! আমি তোমাকে প্রণাম করি । ৫ ॥

তোমার সত্ত্বগুণ তোমার শ্রনীত গ্রন্থাদিতে প্রকাশ; তোমার রজোগুণ তোমার কৃত যুদ্ধাদিতে প্রকাশ; তো-

মার তমোগুণ তোমার প্রণীত ভারতবর্ষীয় সম্বাদ পত্রা-
দিতে প্রকাশ।—অতএব হে ত্রিগুণায়ক! আমি তো-
মাকে প্রণাম করি । ৬ ॥

তুমি আছ, এই জন্যই তুমি সং! তোমার শক্ররা
স্বপ্নক্ষেত্রে চিৎ; এবং তুমি উমেদার বর্গের আনন্দ; অত-
এব হে সচ্চিদানন্দ! তোমাঞ্চে আমি প্রণাম করি । ৭ ॥

তুমি ব্রহ্মা, কেন না তুমি প্রজাপতি; তুমি বিষ্ণু,
কেন না কমলা তোমার প্রতিই রূপা করেন; এবং তুমি
মহেশ্বর, কেন না তোমার গৃহিণী গৌরী । অতএব হে
ইংরাজ! আমি তোমাকে প্রণাম করি । ৮ ॥

তুমি ইন্দ্র, কানান তোমার বজ্র; তুমি চন্দ্র, ইনকম
টেক্স তোমার কলঙ্ক; তুমি বায়ু, রেইলওয়ে তোমার
গমন; তুমি বরুণ, সমুদ্র তোমার রাজ্য; অতএব হে ইং-
রাজ! আমি তোমাকে প্রণাম করি । ৯ ॥

তুমিই দিবাকর, তোমার আলোকে আনাদের অজ্ঞা-
নাস্ককার দূর হইতেছে; তুমিই অগ্নি, কেন না সব পাণ্ড;
তুমিই যম, বিশেষ আমলাবর্গের । ১০ ॥

তুমি বেদ, আর ঋক্যজুষাদি মানি না; তুমি স্মৃতি—
মহাদি ভুলিয়া গিয়াছ; তুমি দর্শন—ন্যায় মীমাংসা

প্রভৃতি তোমারই হাত । অতএব হে ইংরাজ ! তোমাকে
প্রণাম করি । ১১ ॥

হে শ্বেতকান্ত ! তোমার অমল-ধবল দ্বিরদ-রদশূল
মহাশ্মশ্রুশোভিত মুখমণ্ডল দেখিয়া আমার বাসনা হই-
য়াছে, আমি তোমার স্তব করিব; অতএব হে ইংরাজ !
আমি তোমাকে প্রণাম করি । ১২ ॥

তোমার হরিতকপিশ পিঙ্গললোহিত কৃষ্ণশূভ্রাদি নানা
বর্ণশোভিত, অতিবভ্রবঞ্জিন, ভন্নুক মেদ মার্জিত, কু-
ন্তলাবলি দেখিয়া আমার বাসনা হইয়াছে, আমি তোমার
স্তব করিব; অতএব হে ইংরাজ ! আমি তোমাকে প্রণাম
করি । ১৩ ॥

তুমি কলিকালে গোরাক্ষবতার, তাহাব সন্দেহ নাই ।
ছোট তোমার সেই গোপবেশের চূড়া; পেণ্টুলন সেই
ধড়া—আর-ছইপু সেই মোহন সুবলী—অতএব হে গো
পীবল্লভ ! আমি তোমাকে প্রণাম করি । ১৪ ॥

হে বরদ ! আমাকে বর দাও । আমি শামলা মাতায়
বাঁধিয়া তোমার পিছু বেড়াইব—তুমি আমাকে চাকরি
দাও । আমি তোমাকে প্রণাম করি । ১৫ ॥

হে শুভঙ্কর ! আমার শুভ কর । আমি তোমার
খোষামোদ করিব, তোমার প্রিয় কথা ফহিব, তোমার

মন রাখা কাজ করিব—আমায় বড় কর, আমি তোমাকে প্রণাম করি। ১৬ ॥

হে মানদ—আমায় টাইটল দাও, খেতাব দাও, খেলাত দাও;—আমাকে তোমার প্রসাদ দাও—আমি তোমাকে প্রণাম করি। ১৭ ॥

হে ভক্ত বৎসল! আমি তোমার পাত্রাবশেষ ভোজন করিতে ইচ্ছা করি—তোমার করস্পর্শে লোক মণ্ডলে মহা মানাস্পদ হইতে বাসনা করি,—তোমার স্বহস্তলিখিত দুই একখানা পত্র বাক্সমণ্ডে রাখিবার স্পর্শা করি—অতএব হে ইংরাজ! তুমি আমার প্রতি প্রসন্ন হও; আমি তোমাকে প্রণাম করি। ১৮ ॥

হে অন্তর্যামিন্! আমি যাহা কিছু করি, তোমাকে ভুলাইবার জন্য। তুমি দাতা বলিবে বলিয়া আমি দান করি; তুমি পরোপকারী বলিবে বলিয়া পরোপকার করি; তুমি বিদ্বান্ বলিবে বলিয়া আমি লেখা পড়া করি। অতএব হে ইংরাজ! তুমি আমাব প্রতি প্রসন্ন হও। আমি তোমাকে প্রণাম করি। ১৯ ॥

আমি তোমার ইচ্ছামতে ডিম্পেন্সরি করিব; তোমার গ্ৰীতার্থ স্কুল করিব; তোমার আজ্ঞামত চাঁদা দিব, তুমি আমার প্রতি প্রসন্ন হও, আমি তোমাকে প্রণাম করি। ২০ ॥

হে সৌম্য! যাহা তোমার অভিমত, তাহাই আমি করিব। আমি বুট পাণ্টলুন পরিব, নাকে চস্মা দিব, কাঁটা চাম্চে ধরিব, টেবিলে থাইব—তুমি আমার প্রতি প্রসন্ন হও! আমি তোমাকে প্রণাম করি। ২১ ॥

হে মিষ্টভাষিন্! আমি মাতৃভাষা ত্যাগ করিয়া তোমার ভাষা কহিব; পৈতৃকধর্ম ছাড়িয়া ব্রাহ্মধর্মাবলম্বন করিব; বাবু নাম বুচাইয়া মিষ্টর লেখাইব; তুমি আমার প্রতি প্রসন্ন হও! আমি তোমাকে প্রণাম করি। ২২ ॥

হে স্নাতোজক! আমি ভাত ছাড়িয়াছি, পাউরুট খাই; নিষিক্ত মাংস নহিলে আমার ভোজন হয় না; কুকুট আমার জলপান। অতএব হে ইংরাজ! আমাকে চরণে রাখিও, আমি তোমাকে প্রণাম করি। ২৩ ॥

আমি বিধবার বিবাহ দিব; কুলীনের জাতি মারিব, জাতিভেদ উঠাইয়া দিব—কেন না তাহা হইলে তুমি আমার স্মখ্যাতি করিবে। অতএব হে ইংরাজ! তুমি আমার প্রতি প্রসন্ন হও। ২৪ ॥

হে সর্কদ! আমাকে ধন দাও, মান দাও, যশঃ দাও;—আমার সর্কবাসনা সিদ্ধ কর। আমাকে বড় চাকরি দাও, রাজা কর, রাণবাহাদুর কর, কৌন্সিলের মেম্বর কর, আমি তোমাকে প্রণাম করি। ২৫ ॥ ৫

যদি তাহা না দাও, তবে আমাকে ডিনরে আট্‌হোমে নিমন্ত্রণ কর; বড়ং কমিটির মেম্বর কর, সেনেটের মেম্বর কর, জুষ্টিস্ কর, অনরারী মাজিষ্ট্রেট্ কর, আমি তোমাকে প্রণাম করি । ২৬ ॥

আমার স্পীচ্ শুন, আমার এশে পড়, আমায় বাহবা দাও,—আমি তাহা হইলে ঐমগ্র হিন্দুসমাজের নিন্দাও গ্রাহ্য করিব না । আমি তোমাকেই প্রণাম করি । ২৭ ॥

হে ভগবন্! আমি অকিঞ্চন! আমি তোমার দ্বারে দাঁড়াইয়া থাকি, তুমি আমাকে মনে রাখিও । আমি তোমাকে ডালি পাঠাইব, তুমি আমাকে মনে রাখিও । হে ইংরাজ! আমি তোমাকে কোটিং প্রণাম করি । ২৮ ॥

বাবু ।

জনমেজয় কহিলেন, হে মহর্ষে! আপন্নি কহিলেন যে, কলিযুগে বাবু নামে এক প্রকার মনুষ্যেরা পৃথিবীতে আবির্ভূত হইবেন । তাঁহারা কি প্রকার মনুষ্য হইবেন এবং পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়া কি কার্য্য করিবেন, তাহা

শুনিতে বড় কোতূহল জন্মিতেছে । আপনি অল্পগ্রহ করিয়া সবিস্তারে বর্ণন করুন ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে নরবর, আমি সেই বিচিত্র-বুদ্ধি, আহারনিদ্রাকুশলী বাবুগণকে আখ্যাত করিব, আপনি শ্রবণ করুন । আমি সেই চস্মাঅলঙ্কৃত, উদারচ-রিত্র, বহুভাষী, সন্দেশপ্রিয় বাবুদিগের চরিত্র কীর্তিত করিতেছি, আপনি শ্রবণ করুন । হে রাজন্, যাহারা চিত্রবসনাবৃত, বেত্রহস্ত, রঞ্জিতকুন্তল, এবং মহাপাছক, তাঁহারাই বাবু । যাহারা বাক্যে অজ্ঞেয়, পরভাষাপার-দর্শী, মাতৃভাষাবিরোধী, তাঁহারাই বাবু । মহারাজ ! এমন অনেক মহাবুদ্ধিসম্পন্ন বাবু জন্মিবেন যে, তাঁহারা মাতৃভাষায় বাক্যালাপে অসমর্থ হইবেন । যাহাদিগের দশেন্দ্রিয় প্রকৃতিস্থ, অতএব অপরিপুষ্ট, যাহাদিগের কে-বল রসেন্দ্রিয় পরজাতিনিষ্ঠীবনে পবিত্র, তাঁহারাই বাবু । যাহাদিগের চরণ মাংসাস্ত্রিবিহীন শুষ্ককাষ্ঠের ন্যায় হই-লেও পলায়নে সক্ষম;—হস্ত দুর্বল হইলেও লেখনীধা-রণে এবং বেতনগ্রহণে সুপটু;—চন্দ্র কোমল হইলেও সাগর পারনির্মিত দ্রব্য বিশেষের গ্রহণ সহিষ্ণু; যাহাদি-গের ইন্দ্রিয়মাত্রেই ঐরূপ প্রশংসা করা যাইতে পারে, তাঁহারাই বাবু । যাহারা বিনা উদ্দেশ্যে সৃষ্ণয় করিবেন,

সঞ্চয়ের জন্য উপার্জন করিবেন, উপার্জনের জন্য বিদ্যাধ্যয়ন করিবেন, বিদ্যাধ্যয়নের জন্য প্রশ্ন চুরি করিবেন, তাঁহারাই বাবু ।

মহারাজ ! বাবু শব্দ নানার্থ হইবে । ষাঁহারা কনি যুগে ভারতবর্ষের রাজ্যাভিষিক্ত হইয়া, ইংরাজ নামে খ্যাত হইবেন, তাঁহাদিগের নিকট “ বাবু ” অর্থে কেয়ুগী বা বাজার সরকার বুঝাইবে । নির্ধন দিগের নিকটে “ বাবু ” শব্দে অপেক্ষাকৃত ধনী বুঝাইবে । ভৃত্যের নিকটে “ বাবু ” অর্থে প্রভু বুঝাইবে । এ সকল হইতে পৃথক্, কেবল বাবুজন্ম-নির্দ্বাহাভিলাষী কতকগুলিন মনুষ্য জন্মিবেন । আমি কেবল তাঁহাদিগেরই গুণকীর্তন করিতেছি । যিনি বিপরীতার্থ করিবেন, তাঁহার এই মহাভারত শ্রবণ নিফল হইবে । তিনি গো জন্ম গ্রহণ করিয়া বাবুদিগের ভক্ষ্য হইবেন ।

হে নরাধিপ ! বাবুগণ দ্বিতীয় অগস্ত্যের ন্যায় সমুদ্র-ক্লম্বী বরুণকে শাসন করিবেন, স্ফাটিক পাত্র ইহাদিগের গণ্ডুৰ । অগ্নি ইহাদিগের আচ্ছাবহ হইবেন—“ তামাকু ” এবং “ চুরট ” নামক দুইটি অভিনব খাণ্ডবকে আশ্রয় করিয়া রাজি দিন ইহাদিগের মুখে লাগিয়া থাকিবেন । ইহাদিগের যেমন মুখে অগ্নি, তেমনি জঠরেও

অগ্নি জ্বলিবেন । এবং রাজি তৃতীয় প্রহর পর্যন্ত ইহাদিগের রথস্থ যুগল প্রদীপে জ্বলিবেন । ইহাদিগের আলোচিত সঙ্গীতে এবং কাব্যেও অগ্নিদেব থাকিবেন । তথায় তিনি “মদন আগুন” এবং “মনাগুন” রূপে পবিত্র হইবেন । বারবিলাসিনীদিগের মতে ইহাদিগের কপালেও অগ্নিদেব বিরাজ করিবেন । বায়ুকেই ইহারা ভক্ষণ করিবেন—ভদ্রতা করিয়া সেই দুর্দ্ধর্ষ কার্যের নাম রাখিবেন, “বায়ুসেবন ।” চন্দ্র ইহাদের গৃহে এবং গৃহের বাহিরে নিত্য বিরাজমান থাকিবেন—কদাপি অবগুণ্ঠনাবৃত । কেহ প্রথমরাত্রে কৃষ্ণপক্ষের চন্দ্র, শেষরাত্রে শুক্লপক্ষের চন্দ্র দেখিবেন, কেহ তদ্বিপন্ন করিবেন । সূর্য্য ইহাদিগকে দেখিতে পাইবেন না । যম ইহাদিগকে ভূনিয়া থাকিবেন । কেবল অশ্বিনীকুমাবদিগকে ইহাবা পূজা করিবেন । অশ্বিনীকুমারদিগের মন্দিরের নাম হইবে “আস্তাবল ।”

হে নরশ্রেষ্ঠ ! যিনি কাব্যরসাদিতে বঞ্চিত, সঙ্গীতে দক্ষ কোকিলাহারী, বাঁহার পাণ্ডিত্য শৈশবাভ্যন্ত গ্রন্থগত, যিনি আপনাকে অনন্তজ্ঞানী বিবেচনা করিবেন, তিনিই বাব । যিনি কাব্যের কিছুই বুঝিবেন না, অথচ কাব্যপাঠে এবং সমালোচনায় প্রবৃত্ত, যিনি বারশোধিতের চীৎ-

কার মাত্রকেই সঙ্গীত বিবেচনা করিবেন, যিনি আপ-
নাকে সর্ব্বজ্ঞ এবং অভ্রান্ত বলিয়া জানিবেন, তিনিই বাবু।
যিনি রূপে কাষ্টিকেয়ের কনিষ্ঠ, *গুণে নিগুণ পদার্থ,
কর্মে ঙ্গড়ভরত, এবং বাক্যে সরস্বতী, তিনিই বাবু।
যিনি উৎসবার্থ ছুর্গাপূজা করিবেন, গৃহিণীর অনুরোধে
লক্ষ্মীপূজা করিবেন, উপগৃহিণীর অনুরোধে সরস্বতী পূজা
করিবেন, এবং পাঁটার লোভে গঙ্গাপূজা করিবেন, তিনিই
বাবু। যাহার গমন বিচিত্র রথে, শয়ন সাধারণ গৃহে,
পান দ্রাক্ষারস, এবং আহার কদলী দধি, তিনিই বাবু।
যিনি মহাদেবের তুলা মাদকপ্রিয়, ব্রহ্মার তুলা প্রজা সি-
স্কু, এবং বিষ্ণুর তুলা লীলা-পটু, তিনিই বাবু। হে
কুরুকুলভূষণ! বিষ্ণুর সহিত এই বাবুদিগের বিশেষ সা-
দৃশ্য হইবে। বিষ্ণুর ন্যায়, ইহাঁদের লক্ষ্মী এবং সরস্বতী
উভয়ই থাকিবেন। বিষ্ণুর ন্যায়, ইহারাও অনন্ত শযা-
শায়ী হইবেন। বিষ্ণুর ন্যায় ইহাঁদিগেরও দশ অব-
তার—যথা কেরানী, মাষ্টার, ব্রাহ্ম, মুংসুদী, ডাক্তার, উ-
কীল, হাকিম, জমীদার, সম্বাদপত্র সম্পাদক এবং নিষ্কর্মা।
বিষ্ণুর ন্যায় ইহারা সকল অবতारेই অমিতবল পরাক্রম
অস্ত্রগণকে বধ করিবেন। কেরানী অবতारे বধ্য অ-
স্ত্র দপ্তরী; মাষ্টার অবতारे বধ্য ছাত্র; ষ্টেশ্যান মাষ্টার

অবতারে বধ্য টীকেটহীন পথিক ; ব্রাহ্মাবতারে বধ্য চাল-
কলা প্রত্যাশা পুরোহিত ; মুৎসুদ্দী অবতারে বধ্য বণিক
ইংরাজ ; ডাক্তার অবতারে বধ্য রোগী ; উকীল অবতারে
বধ্য মোয়াকল ; হাকিম অবতারে বধ্য বিচারার্থী ; জমীদার
অবতারে বধ্য প্রজা ; সম্পাদক অবতারে বধ্য ভদ্রলোক
এবং নিষ্কর্মাৱতারে বধ্য পুঙ্করিণীর মৎস্য ।

মহারাজ ! পুনশ্চ শ্রবণ করুন । যাঁহার বাক্য মনো-
মধ্যে এক, কখনে দশ, লিখনে শত, এবং কলহে সহস্র,
তিনিই বাবু । যাঁহার বন হস্তে একগুণ, মুখে দশগুণ,
পৃষ্ঠে শতগুণ, এবং কার্যকালে অদৃশ্য, তিনিই বাবু ।
যাঁহার বুদ্ধি বাল্যে পুস্তকমধ্যে, যৌবনে-বোতলমধ্যে,
বার্দ্ধক্যে গৃহিণীর অঞ্চলে, তিনিই বাবু । যাঁহার ইষ্টদে-
বতা ইংরাজ, গুরু ব্রাহ্মধর্মবেত্তা, বেদদেবী সম্বাদ পত্র,
এবং তীর্থ “ন্যাশানেল থিয়েটার,” তিনিই বাবু । যিনি
মিশনারির নিকট খ্রীষ্টিয়ান, কেশবচন্দ্রের নিকট ব্রাহ্ম,
পিতার নিকট হিন্দু, এবং ভিক্ষুক ব্রাহ্মণের নিকট নাস্তিক,
তিনিই বাবু । যিনি নিজগৃহে শুধু জল খান, বন্ধু গৃহে
মদ খান, বেড়াগৃহে গালি খান, এবং মুনিব সাহেবের
গৃহে গলা ধাক্কা খান, তিনিই বাবু । যাঁহার জ্ঞানকালে
টৈলে ঘৃণা, অঁহারকালে আপন অঙ্গুলিকে ঘৃণা, এবং

কথোপকথনকালে মাতৃভাষাকে ঘৃণা, তিনিই বাবু । যা-
হার যত্ন কেবল পরিচ্ছদে, তৎপরতা কেবল উমেদারিতে,
ভক্তি কেবল গৃহিণী বা উপগৃহিণীত, এবং রাগ কেবল
সদ্‌গ্রন্থের উপর, নিঃসন্দেহ তিনিই বাবু ।

হে নরনাথ! আমি যাহাদিগের কথা বলিলাম; তাহা-
দিগের মনেই বিশ্বাস জন্মিবে, যে আমরা তাহ্মূল চর্ষণ
করিয়া, উপাধান অবলম্বন করিয়া, বৈভাষিকী কথা ক-
হিয়া, এবং তামাকু সেবন করিয়া ভারতবর্ষের পুনরুদ্ধার
করিব ।

জনমেজয় কহিলেন, হে মুনিপুঙ্গব! বাবুদিগের জয়
হউক, আপনি অন্য প্রসঙ্গ আরম্ভ করুন ।

গর্দভ ।

হে গর্দভ! আমার প্রদত্ত, এই নবীন তৃণ সকল ভো-
জন করুন । ১ ।

আমি বহুযত্নে, গোবৎসাদির অগম্য প্রান্তর সকল
হইতে, নবজলকগানিষেকসুরভি তৃণাগ্রভাগ সকল, আহ-
রণ করিয়া ফ্যানিয়াছি, আপনি সুন্দর বদনমণ্ডলে গ্রহণ

করিয়া, মুক্তানন্দিত দস্তে ছেদন পূর্বক আমার প্রতি
রূপাবান্ হউন ।

হে মহাভাগ! আপনার পূজা করিব ইচ্ছা হইয়াছে,
কেন না আপনাকেই সর্বত্র দেখিতে পাই । অতএব
হে বিশ্বব্যাপিন্! আমার পূজা গ্রহণ করুন ।

আমি পূজ্য ব্যক্তির অন্সকানে প্রবৃত্ত হইয়া, নানা
দেশে নানা স্থানে পরিভ্রমণ করিয়া দেখিলাম, আপনি
সর্বত্রই বসিয়া আছেন, সকলেই আপনার পূজা করি-
তেছে । অতএব হে দীর্ঘকর্ণ! আমারও পূজা গ্রহণ
করুন ।

হে গর্দভ! কে বলে তোমার পদগুলি ক্ষুদ্র । যেখানে
সেখানে তোমারই বড় পদ, দেখিয়া থাকি । তুমি উচ্চা-
সনে বসিয়া, স্তাবকগণে পরিবৃত্ত হইয়া, মোটাং ঘাসের
আঁটি খাইয়া থাক । লোকে তোমার শ্রবণেন্দ্রিয়ের প্র-
শংসা করে ।

তুমিই বিচারাসনে উপবেশন করিয়া, মঁহাকর্ণদ্বয় ঈত-
স্ততঃ সঞ্চালন করিতেছ । তাহার অগাধ গহ্বর দেখিতে
পাইয়া, উকীল নামক কবিগণ নানাবিধ কাব্যরস তন্মধ্যে
ঢালিয়া দিতেছে । তখন তুমি শ্রবণতৃপ্তিস্থখে অভিভূত
হইয়া নিদ্রা গিয়া থাক ।

হে বহনুও! তখন সেই কাব্যরসে আর্দ্রীভূত হইয়া,
তুমি দয়াময় হইয়া, অক্ষয় দয়ার প্রভাবে রামের সর্বস্ব
শ্রামকে দাও, শ্রামের সর্বস্ব কানাইকে দাও; তোমার
দয়ার পার নাই।

হে রজকগহভূষণ! কখনও দেখিয়াছি, তুমি লাস্কুল
সন্মোচন পূর্বক কাষ্ঠাসনে উপবেশন করিয়া, সরস্বতী-
মণ্ডপ মধ্যে বঙ্গীয় বালকগণকে গর্দভলোক প্রাপ্তির উ-
পায় বলিয়া দিতেছ। বালকেরা গর্দভ লোকে প্রবেশ
করিলে, “প্রবেশিকায় উত্তীর্ণ হইল” বলিয়া, মহা গর্জ্জন
করিয়া থাক। গুনিয়া আমরা ভয় পাই।

হে প্রকাণ্ডোদর! তুমিই চতুষ্পাঠীমধ্যে কুশাসনে
উপবেশন করিয়া, তৈলনিষিক্ত ললাটুপ্রান্তরে চন্দনে
নদী অঙ্কিত করিয়া, তুলটহস্তে শোভা পাও। তোমার
কৃত শাস্ত্রের ব্যাখ্যা গুনিয়া আমরা ধন্য করিতেছি।
অতএব হে মহাপশো! আমাদের প্রদত্ত কোমল তৃণাকুর
ভোজন কর।

তোমারই প্রতি লক্ষ্মীর রূপা—তুমি নহিলে আর কা-
হারও প্রতি কমলার দয়া হয় না। তিনি তোমাকে কথ-
নও ত্যাগ করেন না, কিন্তু তুমি তাঁহাকে বুদ্ধির গুণে

সৰ্ব্বদাই ত্যাগ করিয়া থাক । এই জন্যই লক্ষ্মীর চাঞ্চল্য কলঙ্ক । অতএব হে সুপুচ্ছ! তৃণ ভোজন কর ।

তুমিই গায়ক । ষড়্জ, ঋষভ, গান্ধার, প্রভৃতি সপ্ত-স্বরই তোমার কণ্ঠে । অন্যে বহুকাল, তোমার অনুকরণ করিয়া, দীর্ঘ শ্মশ্রু রাখিয়া, অনেক প্রকার কাশি অভ্যাস করিয়া, তোমাব মত স্বর পাইয়া থাকে । হে ভৈরবকণ্ঠ! ঘাস খাও ।

তুমি বহুকাল হইতে পৃথিবীতলে বিচরণ করিতেছ । তুমিই রামায়ণে রাজা দশরথ, নহিলে রাম বনে ঘাইবে কেন? তুমি মহাভারতে পাণ্ডুপুত্র বুধিষ্ঠির, নহিলে পাণ্ডব পাশায় স্ত্রী হারিবে কেন? তুমি কলিযুগে বঙ্গদেশে বৃদ্ধ সেন রাজা ছিলে,—নহিলে বঙ্গদেশে মুসলমান কেন?

তুমিই ব্রাহ্মণকুলে জন্মিয়া, ধর্মশাস্ত্র প্রণয়ন করিয়া-ছিলে, সন্দেহ নাই, নহিলে নবমীতে লাটু খাইতে নাই কেন? তুমিই আলঙ্কারিক, সাহিত্যদর্পণাদি তোমারই সৃষ্টি । কিষ্কিণ্ণ ঘাস খাও ।

তুমি সুকবি—কাদম্বরী, বাসবদত্তা প্রভৃতি উৎকৃষ্ট, জগন্মান্য কাব্য তোমারই প্রণীত । কৃষ্ণচন্দ্রের সভায় থাকিয়া, তুমিই বিদ্যাসুন্দরাদি প্রণয়ন করিয়াছিলে, স-

নেহ নাই । নহিলে এজন্মে তাহাতে তোমাব এত প্রীতি কেন ?

তুমি নানা রূপে, নানাদেশ^০ আলো করিয়া, যুগে২ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছ । এক্ষণে তপস্যাবলে, ব্রহ্মার বরে, তুমি বঙ্গদেশে সমালোচক হইয়া অবতীর্ণ হইয়াছ । হে লোমশাবতার ! আমার সমীহিত কোমল নবীন তৃণাসুর সকল ভক্ষণ কর, আমি আহ্লাদিত হইব ।

হে মহাপৃষ্ঠ ! তুমি কখন রাজ্যের ভার বহ, কখন পুস্ত কেব ভার বহ, কখন ধোপার গাঁটবি বহ । হে লোমশ ! কোনটি গুরুভার আমায় বলিয়া দাও ।

তুমি কখন ঘাস খাও, কখন ঠেলা খাও, কখন গ্রন্থ-কারের মাথা খাও ; হে লোমশ ! কোনটি সুভক্ষ্য, অর্কা-চীনকে বলিয়া দাও ।

হে সুন্দর ! তোমার রূপ দেখিয়া আমি মোহিত হই-
য়াছি । তুমি ! যখন গাছ তলায় দাঁড়াইয়া, নববর্ষাসার-
সিক্ত হইতে থাক, তুমি মহাকর্ণ উল্লেখিত করিয়া, মুখ-
চন্দ্র বিনত করিয়া, চক্ষু দুটি ক্ষণে মুদিত ক্ষণে উন্মেষিত
করিতে করিতে ভিজিতে থাক,—তোমার পৃষ্ঠে, মুণ্ডে
এবং স্কন্ধে বসুধারা বহিতে থাকে—তখন তোমাকে আমি
বড় সুন্দর দেখি । হে লোকমনোমোহন ! কিছু ঘাস খাও ।

বিধাতা তোমায় তেজ দেন নাই, এজন্য তুমি শাস্ত, বেগ দেন নাই এজন্য সূধীর, বুদ্ধি দেন নাই, এজন্য তুমি বিদ্বান; এবং মোট না বহিলে খাইতে পাও না, এজন্য তুমি পরোপকারী । আমি তোমার যশোগান কবিতেছি; ঘাস খাইয়া স্মখী কর ।

যেমন ভগবান্ কূৰ্মরূপে, পৃষ্ঠে পৃথিবী বহন করিয়াছিলেন, কৃষ্ণরূপে অঙ্গুলিতে গিরিবহন করিয়াছিলেন, নাগরূপে, মস্তকে ধরণীর ভার বহন করিতেছেন, তেমনি তুমিও পশু, পশুরূপে মলিন বস্ত্রের ভার বহন কর । অতএব তোমারও পূজা করিব—এই ঘাস গ্রহণ কর ।

তুমি বিধাতার অনুগ্রহে চতুর্ভূজ । এবং জাতি-ধর্মবশতঃ সর্ষদা গোপীগণে পরিবৃত । পৃচ্ছ চূড়া হইতে স্থানান্তরে গিয়াছে বটে, কিন্তু আছে । ঐ যে গর্জন করিলে, ওকি-বংশীরব? তুমি ভক্তের নিকট প্রকাশ করিয়া বল, আবার এ পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইলে কেন ?

তুমি আবার কি কংস' শিশুপালাদি অশ্বরের বধ করিতে আসিয়াছ? কংস এখন আর নাই—তিনি একটি “আকার” প্রাপ্ত হইয়া থালা ঘটি বাটি ইত্যাদিতে পবিত্র হইয়াছেন—এবার তাহাতে উচ্ছিষ্ট অন্ন খাইয়া স্মখী হও । শিশুপালের উপর তোমার রাগ আছে সন্দেহ

নাই কেননা শিশুপাল ইট মারিয়া সর্বদা তোমার অস্থি ভাঙ্গিয়া দেয় । কিন্তু হে মহাবল ! আমার পরামর্শ শুন, তাহাদিগের শারীরিক আঘাত করিও না । তুমি যে সম্বাদ পত্রের সম্পাদক হইয়া সপ্তাহে সপ্তাহে, তাহাদিগকে আপন বুদ্ধি দান করিতেছ, তাহাতেই শিশুপালের সর্বনাশ হইবে ।

অথবা তুমি কি আবার একটা কুক্লেত্রের যুদ্ধ বাধাইতে অবতীর্ণ হইয়াছ? এবারকার যুদ্ধ শস্ত্রে না শাস্ত্রে ?

হে গর্দভ ! আমি অর্কাচীন, কি বলিতে কি বলিলাম, তুমি আমার উপর রাগ করিও না । যিনি জগতের আরাধ্য তিনি সকল ভূতেই আছেন, এজন্য আমি তোমারও পূজা করিলাম । অন্য লোকে যদি মনুষ্য পূজা করিতে পারে, তবে আমি তোমার পূজা না করি কেন? তুমি কি “Grand Etre” ছাড়া ?

দাম্পত্য দণ্ডবিধির আইন ।

আমরা স্ত্রীজাতি, নিরীহ ভালমানুষ বলিয়া আজি কালি আমাদিগের উপর বড় অত্যাচার হইতেছে। পুরুষের এক্ষণে বড় স্পর্ধা হইয়াছে, ভর্তৃগণ স্ত্রীকে আর মানেনা, স্ত্রীলোকদিগের পুরাতন স্বত্ব সকল লুপ্ত হইতেছে, কেহই আর স্ত্রীর আজ্ঞার বশবর্তী নহে। এই সকল বিষয়ের সুনিয়ম করিবার জন্য আমরা স্ত্রীস্বত্বরক্ষণী সভা সংস্থাপিতা করিয়াছি। সে সভার পরিচয় যদি সাধারণে সবিশেষ অবগত না থাকেন, তবে তাহার বিজ্ঞাপনী পশ্চাৎ প্রকাশ করিব। এক্ষণে বক্তব্য এই যে আমাদিগের স্বত্বরক্ষার্থ সভা হইতে একটি বিশেষ সচুপায় হইয়াছে। আমরা এবিষয়ে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেন্ট^১ আবেদন পত্র প্রেরণ করিয়াছি। এবং তৎসমভিব্যাহারে ভর্তৃশাসনার্থ একটি দাম্পত্য দণ্ডবিধির আইনের পাণ্ডুলিপি প্রেরণ করিয়াছি।

সকলের স্বত্ব রক্ষার্থ যেখানে প্রত্যহ আইনের সৃষ্টি

হইতেছে, সেখানে আমাদের চিরন্তন স্বত্ব রক্ষার্থ কোন আইন হয়না কেন? অতএব এই আইন সম্বন্ধে পাস হইবে, এই কামনায় স্বামিগণকে অবগত করিবার জন্য আমি তাহা বঙ্গদর্শনে প্রচার করিলাম। অনেক বাবুলোক বাঙ্গালাতে আইন ভাল বুঝিতে পারেন না, বিশেষতঃ আইনের বাঙ্গালা অনুবাদ সচরাচর ভাল হয় না, এবং আইন আদৌ ইংরাজিতেই প্রণীত হইয়াছিল, এবং ইহার বাঙ্গালা অনুবাদটি ভাল হয় নাই, স্থানেই ইংরাজির সঙ্গে ইহার প্রভেদ আছে, অতএব আমরা ইংরাজি বাঙ্গালা দুই পাঠাইলাম। ভরসা করি বঙ্গদর্শনকারক একবার আমাদের অল্পরোধে ইংরাজির প্রতি বিরাগ ত্যাগ করিয়া ইংরাজিসমেত এই আইন প্রচার করিবেন। সকলেই দেখিবেন যে এই আইনটিতে নূতন কিছু নাই; সাবেক *Lex Non Scripta* কেবল লিপি বদ্ধ হইয়াছে মাত্র।

শ্রীমতী অনন্তসুন্দরী দাসী ।

শ্রীশ্রদ্ধা রক্ষণী মহার সঙ্ঘাদিকা ।

THE MATRIMONIAL PENAL CODE.

CHAPTER 1.

Introduction.

Whereas it is expedient to provide a special Penal Code for the coercion of refractory husbands and others who dispute the supreme authority of Woman, it is hereby enacted as follows :

1. This Act shall be entitled the “Matrimonial Penal Code” and shall take effect on all natives of India in the married state.

CHAPTER 11.

Definitions.

2. A husband is a piece of moving and moveable property at the absolute disposal of a Woman.

Illustrations.

(a) A trunk or a workbox is not a husband, as it is not a moving, though a moveable piece of property.

দাম্পত্য দণ্ডবিধির আইন ।

প্রথম অধ্যায় ।

স্বামীদেবের অবাধ্য স্বামী প্রভৃতির সুরক্ষাসনের জন্য এক বিশেষ আইন করা উচিত, এই কারণ নিম্নের লিখিত মত আইন করা গেল ।

১ ধারা । এই আইন “দাম্পত্য দণ্ডবিধির আইন” নামে খ্যাত হইবে । ভারতবর্ষীয় যে কোন দেশী বিবাহিত পুরুষের উপর ইহার বিধান খাটিবে ।

দ্বিতীয় অধ্যায় ।

সাধারণ ব্যাখ্যা ।

২ ধারা । কোন স্ত্রীলোকের সম্পূর্ণ অধীন যে সচল অস্থাবর সম্পত্তি তাহাকে স্বামী বলা যায় ।

উদাহরণ ।

(ক) বাস্তু তোরঙ্গ প্রভৃতিকে স্বামী বলা যায় না, কেন না যদিও সে সকল অস্থাবর সম্পত্তি বটে, তথাপি সচল নহে ।

(b) Cattle are not husbands, for though capable of locomotion, they cannot be at the absolute disposal of any woman, as they often display a will of their own.

(c) Men in the married state, having no will of their own, are husbands.

3. A wife is a woman having the right of property in a husband.

Explanation.

The right of property includes the right of flagellation.

4. "The married state" is a state of penance into which men voluntarily enter for sins committed in a previous life.

CHAPTER III.

Of Punishments.

5. The punishments to which offenders are liable under the provisions of this Code are :

FIRST, IMPRISONMENT.

Which may be either within the four walls of a bed-room, or within the four walls of a house.

(খ) গোরু বাছুরও স্বামী নহে, কেন না যদিও গোক বাছুর সচল বটে, কিন্তু তাহাদের একটু স্বৈচ্ছামতে কার্য করিবার ক্ষমতা আছে। সুতরাং তাহারা কোন স্ত্রী-লোকের সম্পূর্ণ অধীন নহে।

(গ) বিবাহিত পুরুষেরাই স্বৈচ্ছাধীন কোন কার্য করিতে পারেন না, এজন্য গোরু বাছুরকে স্বামী না বলিয়া তাঁহাদিগকেই স্বামী বলা যাইতে পারে।

৩ধারা। যে স্বামীর উপর যে স্ত্রীলোকের সম্পত্তি বলিয়া স্বত্ব আছে, সেই স্ত্রীলোক সেই স্বামীর পত্নী বা স্ত্রী।

অর্থের কথা।

সম্পত্তি বলিয়া যাহার উপর স্বত্বাধিকার থাকে- তাহাকে মারপিট করিবারও স্বত্বাধিকার থাকিবে।

৪ধারা। পূর্বজনকৃত পাপের জন্য পুরুষের প্রায়-শিষ্ট বিশেষকে বিবাহ বলে।

তৃতীয় অধ্যায়।

দণ্ডের কথা।

৫ধারা। এই আইনের বিধান মতে অপরাধীদের নিম্নলিখিত দণ্ড হইতে পারে।

প্রথম। কয়েদ।

অর্থাৎ শয্যাগৃহের চারি ভিত্তির মধ্যে কয়েদ, অথবা বাটীর চারি ভিত্তির মধ্যে কয়েদ।

Imprisonment is of two descriptions, namely,
 (1) Rigorous, that is, accompanied by
 hard words.

(2) Simple.

SECONDLY, Transportation, that is to another
 bed-room.

THIRDLY, Matrimonial servitude.

FOURTHLY, Forfeiture of pocket-money.

6. "Capital punishment" under this Code,
 means that the wife shall run away to her pa-
 ternal roof, or to some other friendly house,
 with the intention of not returning in a hurry.

7. The following punishments are also
 provided for minor offences.

FIRST, Contemptuous silence on the part of
 the wife.

SECONDLY Frowns.

THIRDLY, Tears and lamentation.

FOURTHLY, Scolding, and abuse.

CHAPTER IV.

General Exceptions,

8. Nothing is an offence which is done by
 a wife.

কয়েদ দুই প্রকার ।

(১) কঠিন তিরস্কারের সহিত ।

(২) বিনা তিরস্কার ।

দ্বিতীয় । শয্যাস্তর প্রেরণ বা শয্যাগৃহাস্তর প্রেরণ ।

তৃতীয় পত্নীর দাসত্ব ।

চতুর্থ । সম্পত্তিদণ্ড, অর্থাৎ নিজখরচের টাকা বন্ধ ।

৬ধারা । এই আইনে “প্রাণদণ্ড” অর্থে বুঝাইবে, যে স্ত্রী বাপের বাড়ী কি ভাইয়ের বাড়ী চলিয়া যাইবেন, শীঘ্র আসিতে চাহিবেন না ।

৭ ধারা । ক্ষুদ্র অপরাধের জন্য নিম্নলিখিত দণ্ড হইতে পারে ।

প্রথম । মান ।

দ্বিতীয় । ক্রকুটী ।

তৃতীয় । অশ্রবর্ষণ বা উচ্চৈঃস্বরে রোদন ।

চতুর্থ । গালি তিরস্কার ।

চতুর্থ অধ্যায় ।

সাধাবণ বর্জিত কথা ।

৮ধারা । স্ত্রীকৃত কোন ক্রিয়া অপরাধ বলিয়া গণ্য হইবে না ।

9. Nothing is an offence which is done by a husband in obedience to the commands of a wife.

10. No person in the married state shall be entitled to plead any other circumstances as grounds of exemption from the provisions of the Matrimonial Penal Code.

CHAPTER V.

Of Abetment.

11. A person abets the doing of a matrimonial offence who

FIRST, Instigates, persuades, induces, or encourages a husband to commit that offence,

SECONDLY, Joins him in the commission of that offence, or keeps him company during its commission.

Explanation.

A man not in the married state or even a woman, may be an abettor.

Illustrations.

(a) A the husband of B, and C, an unmarried man, drink together. Drinking is a matrimonial offence. C has abetted A.

৯ধারা । স্ত্রীর আজ্ঞানুসারে স্বামিকৃত কোন ক্রিয়া অপরাধ বলিয়া গণ্য হইবে না ।

১০ধারা । ইহা ভিন্ন অন্য কোন প্রকার ওজর করিয়া কোন বিবাহিত পুরুষ বলিতে পারিবেন না যে আমি দাম্পত্য দণ্ডবিধির আইনানুসারে দণ্ডনীয় নই ।

পঞ্চম অধ্যায় ।

অপরাধের সহায়তার বিধি ।

১১ধারা । যে কোন ব্যক্তি—

প্রথম । অন্য ব্যক্তিকে কোন দাম্পত্য অপরাধ করিতে প্রবৃত্তি দেয়, বা উৎসাহিত বা উদ্যুক্ত করে

দ্বিতীয় । বা তৎসঙ্গে সেই অপরাধে লিপ্ত হয় বা সেই অপরাধ করার সময়ে তাহার সঙ্গে থাকে

তবে বলা যায় যে ঐ অপরাধের সহায়তা করিয়াছে ।

অর্থের কথা ।

অবিবাহিত পুরুষ বা কোন স্ত্রীলোকও দাম্পত্য অপরাধেব সহায়তা করিতে পারে ।

উদাহরণ ।

(ক) রাম, কামিনীর স্বামী । যহু অবিবাহিত পুরুষ । উভয়ে একত্রে মদ্যপান করিল । মদ্যপান একটি দাম্পত্য অপরাধ । যহু, রামের সহায়তা করিয়াছে ।

(b) A the mother of B, the husband of C, persuades B to spend money in other ways than those which C approves.

As spending money in such ways is a matrimonial offence, A has abetted B.

12. When a man in the married state abets another man in the married state in a matrimonial offence, the abettor is liable to the same punishment as the principal. Provided that he can be so punished only by a competent court.

“Explanation.”

A competent court means the wife having right of property in the offending husband.

13. Abettors who are females or male offenders not in the married state are liable to be punished only with scolding, abuse, frowns, tears and lamentations.

CHAPTER VI.

Of Offences against the State.

14. “The State” shall in this Code mean the married state only.

(খ) হরমণি, রামের মা । রাম কামিনীর স্বামী । কামিনী যেক্রমে টাকা খরচ করিতে বলে সেক্রমে খরচ না করিয়া, রাম হরমণির পরামর্শে অত্র প্রকার খরচ করিল । স্ত্রীর অনভিমত খরচ করা একটি দাম্পত্য অপরাধ । হরমণি তাহার সহায়তা করিয়াছে ।

১২ ধারা । যদি কোন বিবাহিত পুরুষ কোন দাম্পত্য অপরাধে অন্য বিবাহিত পুরুষের সহায়তা করে, তবে সে আসল অপরাধীর সঙ্গে সমান দণ্ডনীয় । কিন্তু তাহার দণ্ড উপযুক্ত আদালত নহিলে হইবে না ।

অর্থের কথা ।

ঐ ব্যক্তি যে স্ত্রীর সম্পত্তি, সেই স্ত্রীকেই উপযুক্ত আদালত বলা যায় ।

১৩ ধারা । স্ত্রীলোক বা অবিবাহিত পুরুষ দাম্পত্য অপরাধের সহায়তা করিলে, তিরস্কার, ক্রকুটী, এবং অশ্র-ক্ষয় ও রোদনের দ্বারা দণ্ডনীয় মাত্র ।

ষষ্ঠ অধ্যায় ।

স্ত্রী বিদ্রোহিতার অপরাধ ।

১৪ ধারা । (অনুবাদক অক্ষয়)

15. Whoever wages war against his wife or attempts to wage such war or abets the waging of such war shall be punished capitally, that is by separation, or by transportation to another bed-room and shall forfeit all his pocket money.

16. Whoever induces friends or gains over children to side with him or otherwise prepares to wage war with the intention of waging war against the wife shall be punished by transportation to another bed-room and shall also be liable to be punished with scolding and with tears and lamentations.

17. Whoever shall render allegiance to any woman other than his wife shall be guilty of incontinence.

Explanation.

1. To show the slightest kindness to a young woman who is not the wife, is to render such young woman allegiance.

Illustration.

A is the husband of B, and C is a young woman. A likes C's baby because he is a nice child and gives him buns to eat. A has rendered allegiance to C.

১৫ধারা। যে কেহ স্ত্রীর সঙ্গে বিবাদ করে, কি বিবাদ করিতে উদ্যোগ করে, কি বিবাদ করায় সহায়তা করে, তাহার প্রাণদণ্ড হইবে (অর্থাৎ স্ত্রী তাঁহাকে ত্যাগ করিবেন) বা শয্যাগৃহ পৃথক হইবে এবং তাঁহার খরচের টাকা জফ হইবে ।

১৬ধারা। যে কেহ বন্ধুবর্গকে মুরবির ধরিয়া বা সন্তানদিগকে বশীভূত করিয়া বা অন্য প্রকারে স্ত্রীর সহিত বিবাদ করিবার অভিপ্রায়ে বিবাদের উদ্যোগ করে, সে শয্যাগৃহান্তরে প্রেরিত হইবে, এবং তিরস্কাব, অশ্রবর্ষণ এবং রোদনের দ্বারা দণ্ডনীয় হইবে ।

১৭ধারা। যে কেহ আপন স্ত্রী ভিন্ন অন্য স্ত্রীলোকের প্রতি আসক্ত, তাহার অপরাধের নাম লাম্পট্য ।

প্রথম অর্থের কথা ।

স্ত্রী ভিন্ন অন্য কোন যুবতী স্ত্রীলোকের প্রতি কিছুমাত্র দয়া বা আনুকূল্য করিলেই লাম্পট্য গণ্য হইবে ।

উদাহরণ ।

রাম কামিনীর স্বামী । বামা অন্য এক যুবতী । বামার শিশু সন্তানটি দেখিতে সুন্দর বলিয়া, রাম তাহাকে আদর করে বা তাহার হাতে মিঠাই দেয় । রাম বামার প্রতি আসক্ত । ১

Explanation.

2. Wives shall be entitled to imagine offences under this section, and no husband shall be entitled to be acquitted on the ground that he has not committed the offence.

The simple accusation shall always be held to be conclusive proof of the offence.

EXPLANATION.

3. The right of imagining offences under this section shall be held to belong in general to old wives, and to women with old and ugly husbands; and a young wife shall not be entitled to assume the right unless she can prove that she has a particularly cross temper, or was brought up a spoilt child or is herself supremely ugly.

18. Whoever is guilty of incontinence shall be liable to all the punishments mentioned in this Code and to other punishments not mentioned in the Code.

CHAPTER VII.

Of offences relating to the Army and Navy.

19. The army and navy shall in this Code mean the sons and the daughters and daughters-in-law.

লোকের হস্ত ।

অর্থের কথা ।

দ্বিতীয় । স্বামীদিগকে নিষ্কারণে এ অপরাধে অপরাধী বিবেচনা করা, স্ত্রীলোকদিগের অধিকার রহিল । আমি এ অপরাধ করি নাই বলিয়া কোন স্বামী খালাস পাইতে পারিবে না ।

“অপরাধ করিয়াছে” বলিলেই এ অপরাধ সপ্রমাণ হইয়াছে বিবেচনা করিতে হইবে ।

অর্থের কথা ।

তৃতীয় । নিষ্কারণে স্বামিগণকে এ অপরাধে অপরাধী বিবেচনা করিবার অধিকার, প্রাচীনা স্ত্রীদিগের পক্ষে বিশেষ রূপে বর্তিবে, অথবা যাহাদিগের স্বামী কুৎসিত বা প্রাচীন, তাহাদিগের পক্ষে বর্তিবে । যদি কোন যুবতী স্ত্রী এ অধিকার চাহেন, তবে তাঁহাকে অগ্রে প্রমাণ করিতে হইবে, যে তিনি নিজে বদমেজাজি, বা আত্মবে মেঘে, বা তিনি নিজে কদাকার ।

১৮ধারা । যে কেহ লম্পট হইবে সে এই আইনের লিখিত সকল প্রকার দণ্ডের দ্বারা দণ্ডনীয় হইবে এবং তাহার অন্য দণ্ড হইতে পারিবে ।

সপ্তম অধ্যায় ।

পল্টন এবং নাবিকসেনা সম্বন্ধীয়
অপরাধ ।

১৯ধারা । এ আইনে পলটন অর্থে ছেলের দল ।
নাবিক সেনা বি বউ ।

20. Whoever abets the committing of mutiny by a son or a daughter or a daughter-in-law shall be liable to be punished by scolding and tears and lamentations.

CHAPTER VIII.

OF OFFENCES AGAINST THE DOMESTIC TRANQUILLITY.

21. An assembly of two or more husbands is designated an unlawful assembly if the common object of such husbands is,

FIRST, To drink as defined below or to gamble or to commit any other matrimonial offence.

SECONDLY, To overawe by show of authority their wives from the exercise of the lawful authority of such wives.

THIRDLY, To resist the execution of a wife's order.

22. Whoever is a member of an unlawful assembly shall be punished by imprisonment with hard words and shall also be liable to contemptuous silence or to scolding.

২০ধারা। যে স্বামী, পুত্র বা কন্যা বা বধুকর্তৃক গৃহিণীর প্রতি বিদ্রোহিতার সহায়তা করিবে, সে তিরস্কার ও রোদনের দ্বারা দণ্ডনীয় হইবে।

অষ্টম অধ্যায় ।

গৃহমধ্যে শাস্তি তণ্ডনের অপরাধ ।

২১ধারা। হুই কি তাহার অধিক বিবাহিত ব্যক্তির জনতা হইলে যদি জনতাকারীদের নিম্নেব লিখিত কোন অভিপ্রায় থাকে তবে “বে-আইন মতের জনতা” বলা যায়।

প্রথম। যদি মদ্যপান করা কি অন্য প্রকার দাম্পত্য অপরাধ করিবার অভিপ্রায় থাকে,

দ্বিতীয়। যদি আক্ষালন দ্বারা পত্নীদিগকে আইন মত ক্ষমতা প্রকাশ করণে নিবৃত্ত করার জন্য ভয় প্রদর্শন করার অভিপ্রায় থাকে,

তৃতীয়। যদি কোন স্ত্রীর আজ্ঞামত কর্মের প্রতি বন্ধক হইবার অভিপ্রায় থাকে,

২২ধারা। যে কেহ “বেআইন মতের জনতার ব্যক্তি” হয়, সে কঠিন তিরস্কারের সহিত কয়েদ হইবে, অথবা মান অথবা তিরস্কারের দ্বারা দণ্ডনীয় হইবে।

OF DRINKING WINE AND SPIRITS.

23. Any liquid kept in a bottle and taken in a glass vessel is wine and spirits.

24. Whoever has in his possession wine and spirits as above defined is said to drink.

EXPLANATION.

He is said to drink even though he never touch the liquid himself.

25. Whoever is guilty of drinking shall be punished with imprisonment of either description within the four walls of a bed-room during the evening hours and shall also be liable to scolding.

OF RIOTING.

26. Whoever shall speak in an ungentle voice to his wife shall be guilty of domestic rioting.

27. Whoever is guilty of domestic rioting shall be punished by contemptuous silence or by scolding or by tears and lamentations.

মদ্যপানের কথা ।

২৩ধারা । যে কোন জলবৎ দ্রব্য বোতলে থাকে, এবং কাচের পাত্রে পীত হয় তাহা মদ্য ।

২৪ধারা । উক্তরূপ মদ্য যে ঘরে রাখে সেই মদ্য-পায়ী ।

অর্থের কথা ।

সে ঐ দ্রব্য স্বহস্তে স্পর্শ না করিলেও মদ্যপায়ী ।

২৫ধারা । যে মদ্যপায়ী সে প্রত্যহ সন্ধ্যার পর শয্যাগৃহের চাবি ভিত্তির মধ্যে কয়েদ থাকিবে, এবং তিরস্কার প্রাপ্ত হইবে ।

হাস্তামার কথা ।

২৬ধারা যে কেহ স্ত্রীর প্রতি কর্কশ স্বরে কথা কহে, সে হাস্তামা কবে ।

২৭ধারা । যে কেহ গৃহমধ্যে হাস্তামা করিবে, তাহার সাজা মান বা তিরস্কার বা অশ্রুধর্ষণ ও রোদন ।

বসন্ত এবং বিরহ ।

রামী । সখি, ঋতুরাজ বসন্ত আসিয়া ধরাতলে উদয় হইয়াছেন; আইস আমরা বসন্ত বর্ণনা করি । বিশেষ আমরা উভয়েই বিরহিণী; পূর্কগামিনী বিরহিণীগণ চিব-কাল বসন্তবর্ণন করিয়া আসিয়াছেন, আইস আমরাও তাই করি ।

বামী । সেই, ভাল বলিয়াছ । আমরা বালিকা বিদ্যালয়ে লেখা পড়া শিখিয়া কেবল কুটনো কুটিয়া মরিলাম, আইস অদ্য কাব্যালোচনা করি ।

রামী । সেই! তবে আরম্ভ করি । 'সখি! ঋতুরাজ বসন্তের সমাগম হইয়াছে । দেখ, পৃথিবী কেমন অনির্কচনীয় ভাব ধারণ করিয়াছেন । দেখ, চূত লতা কেমন নব মুকুলিত—

বামী । বৃক্ষেঃ শজিনা খাড়া বিলম্বিত—

রামী । মলয় মারুত মূর্ছঃ প্রধাবিত—

বামী । • তদ্বাহিত ধূলায় দস্ত কিচ্ কিত্ত ।

রামী । দূর ছুঁড়ী—ওকি! শোন্ । ভ্রমরগণ পুষ্পের উপর গুণ্ করিতেছে—

বামী । মাছিগণ ভাতের উপর ভনং করিতেছে—

রামী । বৃক্ষোপরে কোকিলগণ পঞ্চমস্বরে কুহুং করিতেছে—

বামী । গাজন তলায় ঢাকিগণ অষ্টমস্বরে চড়ং করিতেছে ।

রামী । না ভাই, তোকে নিয়ে বসন্ত বর্ণন হয় না । আমি শ্রামীকে ডাকি । আশ্ব সহই শ্রামী আমরা বসন্ত বর্ণনা করি ।

(শ্রামী আসিল)

শ্রামী । আমি ত সখি তোমাদের মত ভাল লেখা পড়া জানি না ; একটুই জানি মাত্র ; আমি সকল বৃক্ষিতে পারিব না—আমাকে মধোঃ বুঝাইয়া দিতে হবে ।

রামী । আচ্ছা । দেখ সখি, বসন্ত কি অপূৰ্ব সময় ! কেমন চূতলতা সকল নব মুকুলিত—

শ্রামী । সহই, আঁবের গাছই দেখিয়াছি । আঁবের লতা কোন গুলী ?

রামী । আঁবের লতা আছে শুনিয়াছি কিন্তু কখন চক্ষে দেখি নাই । দেখি না দেখি, চূতলতা ভিন্ন চূত বৃক্ষ কখন পড়ি নাই । তবে চূতলতাই বলিতে হইবে—
চূত বৃক্ষ বলা হইবে না ।

শ্রামী । তবে বল ।

রামী। চূত লতিকা নব মুকুলিত হইয়া—

শ্যামী। সেই! এই বলিলে চূত লতা—আবার লতিকা হইল কেন?

রামী। আরও কিছু মিষ্ট হইল। চূত লতিকা নব মুকুলিত হইয়া চারিদিকে সৌগন্ধ বিকীর্ণ করিতেছে—

রামী। ভাই, আঁবেধ বোল যে বসন্ত কালে চুঁইয়ে গিয়া কড়েয়া ধরে।

শ্যামী। বলিলে কি হয়, কেমন মিষ্ট হইল দেখ দেখি।

রামী। তাহাতে ভ্রমরগণ মধুলোভে উন্মত্ত হইয়া বাঁধার করিতেছে, গুনিয়া আমরাদিগের শ্রাণ বাহির হইতেছে।

শ্যামী। আহা! সখি, সত্যই বলিয়াছ। সেই, ভ্রমর কাকে বলে?

রামী। মর্ নেকি, তাও জানিস্নে? ভ্রমর বলে ভোম্রাকে।

শ্যামী। ভোম্রা কোন গুলো ভাই?

রামী। ভোম্রা বলে ভিম্ব্রল্কে!

শ্যামী। তা ভাই ভিম্ব্রল্ আঁবেধ বোল দেখে

পাগল হয় কেন? ভিম্‌ক্লের পাগলামি কেমন তর? ওরা কি আবোল ভাবোল বকে?

রামী। কে বলেছে পাগল হয়?

শ্যামী। ঐ যে তুমি বলিলে “উন্মত্ত হইয়া ঝঙ্কার করিতেছে,”

রামী। কোন্ শালী আন্ত ভোদের কাছে বসন্ত বর্ণনা করিবে!

শ্যামী। ভাই রাগ কর কেন? তুমি বেশী লেখা পড়া শিখেছ, আমি কম শিখেছি—আমায় বুঝাইয়া দিলেই ত হয়। সকলেই কি তোমার মত রমিকে?

রামী। (মাহ্‌ক্বারে) আচ্ছা, তবে শোন। ভ্রমরগণ মধুলাভে উন্মত্ত হইয়া ঝঙ্কার করিতেছে। তাহাদিগের গুণ্‌২ রবে আমাদের প্রাণ বাহির হইতেছে।

শ্যামী। সই, ভোমরার ডাক “গুণ্‌ গুণ্‌” না “ভোঁ ভোঁ”?

রামী। কবিরা বলেন, “গুণ্‌ গুণ্‌।”

শ্যামী। তবে গুণ্‌ গুণ্‌ই বটে। তা, উহাতে আমাদের প্রাণ বাহির হয় কেন? ভিম্‌ক্ল কামড়াইলে প্রাণ বাহির হয় জানি, কিন্তু ভিম্‌ক্ল ডাকিলেও কি মরিতে হইবে?

রামী । এ পর্য্যন্ত সকল বিরহিণীগণ গুণ ২ রবে মরিয়া আসিতেছে; তুই কি পীর যে মরবি না ?

বামী । আচ্ছা, ভাই, শাজ্জে যদি লেখে ত নাহর মরিব । কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, কেবল কি ভিম্বুলের ডাকে মরিতে হইবে, না বোলতা মৌমাছি গুব্বরে পোকার ডাক শুনিলেও অন্তর্জলে গুইব ?

রামী । কবিরা শুধু ভ্রমরের রবেই মরিতে বলেন ।

বামী । কবিদের বড় অবিচার । কেন, গুব্বরেপোকা কি অপরাধ করেছে ?

রামী । তোর মর্মে হয় মরিস্ এখন শোন ।

বামী । বল ।

রামী । কোকিলগণ বৃক্ষে বসিয়া পঞ্চম স্বরে গান করিতেছে ।

শ্যামী । পঞ্চমস্বর কি ভাই ?

রামী । কোকিলের স্বরের মত ।

শ্যামী । আর কোকিলের স্বর কেমন ?

রামী । পঞ্চম স্বরের মত ।

শ্যামী । বুঝিয়াছি । তার পর বল ।

রামী । কোকিলগণ বৃক্ষে বসিয়া পঞ্চম স্বরে গান করিতেছে; তাহাতে বিরহিণীর অঙ্গ অরং হইতেছে ।

বামী । আর কুঁকড়োর পঞ্চম স্বরে অঙ্গ কেমন করে ?
রামী । মরণ আর কি, কুঁকড়োর আবার পঞ্চমস্বর
কি লো ?

বামী । আমার ত্যতেই অঙ্গ অরং হয় । কুঁকড়া
ডাকিলেই মনে হয় যে তিনি বাড়ী এলেই আমার ঐ
সর্ব্বনেশে পাকী বাধিয়া দিতে হবে ।

রামী । তার পর মলয় সমীরণ । মৃৎ মলয় সমী-
রণে বিরহিণী সিহরিয়া উঠিতেছে ।

শ্যামী । শীতে ?

রামী । না—বিরহে । মলয় সমীরণ অন্যের পক্ষে
শীতল, কিন্তু আমাদের পক্ষে অগ্নিতুল্য ।

বামী । সই, তা সকলের পক্ষেই । এই চৈত্র মা-
সের ছপুরে রৌদ্রের বাতাস আগুনের হুকা বনিয়া কাহার
বোধ হয় না ?

রামী । ওঁ লো আমি সে বাতাসের কথা বলিতেছি
না ।

শ্যামী । বোধ হয় তুমি উত্তুরে বাতাসের কথা বলি-
তেছ । উত্তুরে বাতাস যেমন ঠাণ্ডা, মলয় বাতাস তেমনি
নয় ।

রামী । বসন্তানিলম্পর্শে অঙ্গ সিহরিয়া উঠে ।

বামী । গায়ে কাপড় না থাকিলে উত্তুরে বাতাসেও গায়ে কাঁটা দিয়া উঠে ।

রামী । মর ছুঁড়ি, বসন্তকালে কি উত্তুরে বাতাস বয়, যে আমি বসন্তবর্ণনায় উত্তুরে বাতাসের কথা বলিব ?

বামী । উত্তুরে বাতাসই এখন বয় । দেখ এখন কার যত ঝড় সব উত্তুরে । আমার বোধ হয়, বসন্ত বর্ণনে উত্তুরে বাতাসের প্রসঙ্গ করাই উচিত । আইস আমরা বঙ্গদর্শনে লিখিয়া পাঠাই, যে ভবিষ্যতে কবিগণ বসন্তবর্ণনে মলয় বাতাস ত্যাগ করিয়া উত্তুরে ঝড়ের বর্ণনা করেন ।

রামী । তাহাইসে বিরহীদের কি উপায় হইবে ? তাহারা কি লইয়া কাঁদবে ?

শ্রামী । সখি, তবে থাক । এক্ষণে তোমার বসন্ত বর্ণনা—উহঃ উহঃ সখি ! মোলেম, মোলেম, গেলেম রে ! গেলেম রে !

[ভূমে পতন-চক্ষু মুদিত]

রামী । কেন, কেন, সই, কি হয়েছে ? হঠাৎ অমন হলে কেন ?

শ্যামী । (চক্ষু বুজিয়া) ঐ শুনিলে না ? ঐ সেওড়া গাছে কোকিল ডাকিয়াছে ।

রামী । সখি আশ্বস্তা হও, আশ্বস্তা হও,—তোমার

প্রাণকান্ত শীঘ্রই আসিবেন । সেই, আমারও ঐরূপ যত্নণা হইতেছে । নাথের সন্দর্শন ভিন্ন আমার বাঁচা ভার হইয়া উঠিয়াছে । (চক্ষু মুছিয়া) গাড়ার সকল পুকুরের যদি জল না শুকাইত, তবে এত দিন ডুবিয়া মরিতাম । হে হৃদয় বল্লভ, জীবিতেশ্বর ! হে রমণীজন মনোমোহন ! হে নিশা-শেষোন্মেষোন্মুখকমলকারকোপমোত্তেজিত-হৃদয়সুখা ! হে অতলজলদনতলন্যস্তরতুরাজীবনহামূল্য পুরুষ-রত্ন ! হে কামিনীকণ্ঠবিলম্বিত রত্নহারাদিক প্রাণাদিক ! আর প্রাণ বাঁচে না । আমি অবলা, সরলা, চঞ্চলা, বিবলা, দীনা, হীনা, ক্ষীণা, পীনা, নবীনা, শ্রীহীনা,—আর প্রাণ বাঁচে না । আর কত দিন তোমার আশাপথ চাহিয়া থাকিব ? যেমন সরোববে সরোজিনী ভালুর আশা করে, যেমন কুমুদিনী কুমুদ বান্ধবের আশা করিয়া থাকে, যেমন চাতক মেঘের জলের আশা করিয়া থাকে — আমি তেমনি তোমার আশা করিতেছি ।

শ্যামী । (কাঁদিতেন) যেমন রাখাল, হারাণ গোকর আশায় দাঁড়াইয়া থাকে, যেমন বালকে ময়রাব দোকান হইতে লোক ফিরিবার আশায় দাঁড়াইয়া থাকে, যেমন অশ্ব তৃণাহরক গ্রাসকটের আশা করিয়া থাকে, হে প্রাণবন্ধো ! আমি তেমনি তোমার আশা করিয়া আছি ।

যেমন মাছ ধুইতে গেলে পরিচারিকার পশ্চাৎ মার্জার গমন করে, তেমনি তোমার পশ্চাৎ আমার মন গিয়াছে । যেমন উচ্ছিষ্টাবশেষ ফেলিতে গেলে, বুভুকু কুকুর পশ্চাৎ যায়, আমার অবশ চিত্ত তেমনি তোমার পশ্চাৎ গিয়াছে । যেমন কলুর ঘানিগাছে প্রকাণ্ডাকার বলদ ঘুরিতে থাকে, তেমনি আশা নামে আমার প্রকাণ্ড বলদ, তোমার প্রণয় রূপ ঘানিগাছে ঘুরিতেছে । যেমন লোহার চাটুতে তপ্ত তৈলে কই মাছ ভাজে, তেমনি এই বিরহ চাটুতে বসন্ত রূপ তপ্ত তৈলে আমার হৃদয় রূপ কই মাছকে অহরহ ভাজিতেছে । যেমন এই বসন্তকালের তাপে শাজনা খাড়া ফাটিতেছে, তোমার বিরহ সন্তাপে তেমনি আমার হৃদয় খাড়া ফাটিতেছে । যেমন এক লাঙ্গলে যোড়া গরু যুড়িয়া ক্ষেত্রকে চাসা ক্ষতবিক্ষত করে, তেমনি এক প্রেম লাঙ্গলে বিরহ এবং বারঞ্জীভক্তিরূপ যোড়া গরু যুড়িয়া আমার স্বামী-চাসা আমার হৃদয়ক্ষেত্রকে ক্ষতবিক্ষত করিতেছেন । কথায় আর কি বলিব। বিরহের আলায় আমার ডালে নুণ হয় না, পাণে চুণ হয় না, ঝোলে ঝাল হয় না, ক্লীরে মিষ্ট হয় না । সখি বিরহের দুঃখ যে দিন মনে হয়, সে দিন আমি তিন বেলা বই খাইতে পারি না ; আমার হৃৎকের বাটি অমনি পড়িয়া থাকে । (চক্ষু মুছিয়া)

সখি, তোমার বসন্ত বর্ণনা সমাপ্ত কর, ছুঃখের কথায় আর কাজ নাই ।

রামী । আমার বসন্ত বর্ণনা শেষ হইয়াছে । জ্বর, কোকিল, মলয় মারুত এবং বিরহ এই চারিটির কথাই বলিয়াছি আর বাকি কি ?

বামী । দড়ি আর কলসী ।

সুবর্ণ গোলক ।

কৈলাস শিখরে, নবমুকুলশোভিত দেবদ্বারকৃত্যায় শার্দূলচর্ম্মাসনে বসিয়া হরপার্বতী পাশা খেলিতে-
ছিলেন । বাজি একটি স্বর্ণ গোলক । মহাদেবের খেলায় দোষ এই—আড়ি মারিতে পারেন না—তাহা পারিলে সমুদ্রমন্থনের সময়ে বিষের ভাগটা তাঁহার ঘাড়ে পড়িত না । গৌরী আড়ি মারিতে পটু—প্রমাণ পৃথিবীতে তাঁহার তিন দিন পূজা । • আর খেলায় যত হটক না হটক, কান্নাইয়ে অধ্বিতীয়া, কেননা তিনিই আদ্যাশক্তি । মহাদেবের ভাল দান পড়িলে কাঁদিয়া হাট বাঁধান—
আপনার যদি পড়ে পাঁচ ছই মাত, তবে হাঁকেন পোহা
বারো । হাঁকিয়া তিন চক্ষু মহাদেবের পুষ্টি কটাক্ষ

করেন—যে কটাক্ষে সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয় হয়, তাহার গুণে মহাদেব দান দেখিয়াও দেখিতে পায়েন না । বলা বাহুল্য যে দেবাদিদেবের হাবু হইল । ইহাই রীতি ।

তখন মহাদেব পার্শ্বতীকে স্বীকৃত কাঞ্চন গোলক প্রদান করিলেন । উমা তাহা গ্রহণ করিয়া পৃথিবীতে নিক্ষেপ করিলেন । দেগিমা, পঞ্চানন জ্রুটী কবিষা কহিলেন, “আমার প্রদত্ত গোলক ভাগ করিলে কেন ?”

উমা কহিলেন, “প্রভো! আপনার প্রদত্ত গোলক অবশ্য কোন অপূৰ্ণ শক্তিবিশিষ্ট এবং মঙ্গলপ্রদ হইবে । মনুষ্যের হিতার্থে তাহা প্রেরণ করিয়াছি ।”

প্রিংশ বলিলেন, “ভদ্রে! প্রজাপতি, বিষ্ণু, ৫-০ আমি, এই তিন জনে যে সকল নিয়ম নিবন্ধ করিয়া সৃষ্টিস্থিতিলয় করিতেছি তাহার ব্যতিক্রমে কখন মঙ্গল হইবে না । যে মঙ্গল হইবার, তাহা সেই সকল নিয়মাবলী বলেই ঘটবে । “কাঞ্চন গোলকের কোন প্রয়োজন নাই” যদি ইহার কোন মঙ্গলপ্রদ গুণ হয়, তবে নিয়ম ভঙ্গ দোষে লোকের অনিষ্ট হইবে । তবে তোমার অনুরোধে উহাকে একটি বিশেষ গুণযুক্ত কবিলাম । বিসিয়া উহার কার্য্য দর্শন কর ।”

কালীকান্ত বসু বড় বাবু। বয়স বৎসর পঁইত্রিশ, দেখিতে সুন্দর পুরুষ, কয় বৎসর হইল পুনর্কীব দাব পরিগ্রহ করিয়াছেন। তাঁহার স্ত্রী কামসুন্দরীর বয়ঃক্রম আঠার বৎসর। তাঁহার পত্নী তাহার পিতৃভবনে ছিল। কালীকান্ত বাবু স্ত্রীর সম্ভাষণে শ্বশুর বাড়ী যাইতে ছিলেন। শ্বশুর বিশেষ সম্পন্ন ব্যক্তি—গঙ্গাতীরবর্তী গ্রামে বাস। কালীকান্ত, ঘাটে নৌকা লাগাইয়া পদব্রজে যাইতে ছিলেন, সঙ্গে রামা চাকর একটা পোর্টমাণ্টো বহিয়া যাইতে ছিল। পথিমধ্যে কালীকান্ত বাবু দেখিলেন একটি স্বর্ণগোলক পড়িয়া আছে। বিস্মিত হইয়া তাহা উঠাইয়া লইলেন। দেখিলেন, সুবর্ণ বটে। প্রীত হইয়া তাহা ভূতা রামাকে রাখিতে দিলেন; বলিলেন, “এটা সোণাব দেখিতেছি। কেহ হারাইয়া থাকিবে। যদি কেহ খোজ করে, বাহির করিয়া দিব। নহিলে বাড়ী লইয়া যাইব। এখন রাখ।”

রামা বস্তুমধ্যে গোলকটি লুকাইয়া রাখিবার অভিপ্রায়ে, পথে পোর্টমাণ্টো নামাইল। পরে, কালীকান্ত বাবুর হস্ত হইতে গোলকটি গ্রহণ করিয়া বস্তুমধ্যে লুকাইল।

কিন্তু রামা আর পোর্টমাণ্টো মাথায় তুলিল না।

কালীকান্ত বাবু স্বয়ং তাহা উঠাইয়া মাথায় করিলেন ।
রামা অগ্রসর হইয়া চলিল, বাবু মোট মাথায় পশ্চাৎ
চলিলেন । তখন রামা বলিল, “ওরে, রামা ।”

বাবু বলিলেন, “আজ্ঞা?” রামা বলিল, “তুই বড়
বে-আদব, দেখিস্ যেন আমার স্বপুত্র বাড়ী গিয়া বে-
আদবি করিস্ না । তাহাড়া ভদ্রলোক ।”

বাবু বলিলেন, “আজ্ঞে তাকি পারি? আপনি হচ্ছেন
মুন্সিব—আপনার কাছে কি বে-আদবি করিতে পারি ।”

টেকলাসে গৌরী বলিলেন, “প্রভো, আমি ত কিছুই
বুঝিতে পারিতেছি না । আপনার স্বর্ণগোলকের কি
গুণ এ ?”

মহাদেব বলিলেন, “গোলকের গুণ চিন্তাবিনিময় ।
আমি যদি নন্দীর হাতে এই গোলক দিই, তবে নন্দী
ভাবিবে, আমি মহাদেব, আমাকে ভাবিবে নন্দী; আমি
ভাবিব আমি নন্দী, নন্দীকে ভাবিব মহাদেব । রামা
ভাবিতেছে, আমি কালীকান্ত বসু; কালীকান্তকে ভাবি-
তেছে, এ রামা চাকর । কালীকান্ত ভাবিতেছে, আমি
রামা খানসামা, রামাকে ভাবিতেছে কালীকান্ত বাবু ।”

কালীকান্ত বাবু যখন স্বপুত্র বাড়ী পৌঁছিলেন, তখন

তঁাহার স্বশুর অন্তঃপুরে । কিন্তু বাহিরে একটা গণ্ডগোল উঠিল । দ্বাববান্ রামদীন পাঁড়ে বলিতেছে, “আরে ও খানসামাজি, তোম্ হঁয়া মৎ কইঠিও—তোম্ হামারা পাশ আও ।” শুনিয়া রামা গরম হইয়া, চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া বলিতেছে, “যা বেটা মেড়ুয়াবাদী যা—তোয় আপনার কাজ করগে ।”

দ্বাববান্ পোর্টগান্টো নামাইয়া দিল । কালীকান্ত বলিল, “দবওয়ান জি, বাবুকে অনন করিয়া অপমান কবিও না । উনি রাগ করিয়া চলিয়া যাইবেন ।”

দ্বাববান্ জানাই বাবুকে চিনিত, খানসামাকে চিনিত না । কালীকান্তের মুখে এইরূপ কথা শুনিয়া, মনে কবিল, যেখানে জানাই বাবুই ইহাকে বাবু বলিতেছেন, সেখানে ইনি কোন ছদ্মবেশী বড় লোক হইবেন । দ্বাববান্ তখন ভক্তিভাবে রামাকে যুক্তকরে আশীর্বাদ করিয়া কহিল, “গোলাম কি কসুব মাফ কি জিরে!” রামা কহিল, “আচ্ছা তামাকু ভেদ দেও!”

স্বশুর বাড়ীর খানসামা উদ্ধব, অতি প্রাচীন পুরাতন ভৃত্য । সেই বাঁধা হঁকায় তামাকু সাজিয়া আনিল । রামা, তাকিয়ায় হেলান দিয়া, তামাকু খাইতে লাগিল । কালীকান্ত চাকরদের ঘরে গিয়া, কলিকায় তামাকু খাইতে

লাগিল ! উদ্ধব বিস্মিত হইয়া কহিল “দাদা ঠাকুব এ কি এ ?” কালীকান্ত কহিল, “ওঁর সাক্ষাতে কি তামাকু খাইতে পারি ?”

উদ্ধব গিয়া অন্তঃপুরে কর্তাকে সম্বাদ দিল, “জামাই-বাবু আসিয়াছেন, তাঁহার সঙ্গে একজন কে ছদ্মবেশী মহাশয় এসেছেন—জামাইবাবু তাঁকে বড় মানেন, তাঁর সাক্ষাতে তামাকু পর্য্যন্ত খান না।”

কর্তা নীলরতন বাবু শীঘ্র বহির্দ্বাৰাতে আসিলেন। কালীকান্ত তাঁহাকে দেখিয়া দূর হইতে একটি সাষ্টাঙ্গ প্রণাম কবিয়া সরিয়া গেল। বাবা আসিয়া নীলরতনের পায়েব ধূলা লইয়া কোলাকুলি করিল। নীলরতন ভাবিল, “সঙ্গের লোকটা সভাভব্য বটে—তবে জামাই বাবা হ্রিকে কেমন দেখিতেছি।”

নীলরতন বাবু রামাকে স্বাগত জিজ্ঞাসা করিতে বসিলেন, কিন্তু কথা বার্তা শুনিয়া কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। এদিকে অন্তঃপুর হইতে জলযোগের স্থান হইয়াছে বলিয়া পরিচারিকা কালীকান্তকে ডাকিতে আসিল। কালীকান্ত বলিল, “বাপরে আমি কি বাবুব আগে জল খেতে পারি। আগে বাবুকে জল খাওয়াও। তাঁর পর আমার হবে এখন।—আমি, মা ঠাকুরগণ, আপনাদের খাচ্ছিইত।”

“মাঠাকুরুণ” শুনিয়া পরিচারিকা মনে করিল, “জামাইবাবু আমাকে একজন শাশুড়ী টাশুড়ী মনে করিয়াছেন—না কববেন কেন, আগাকে ভাল মানুষের মেয়ে বহুত আর ছোট্ট লোকের মেয়ের মত দেখায় না । ওঁরা দশটা দেখেছেন—মানুষ চিনতে পারেন—কেবল এই বাড়ীর পোড়া লোকেই মানুষ চেনে না ।” অতএব বিন্দী চাকরাণী জামাইবাবুর উপর বড় খুসি হইয়া অন্তঃপুরে গিয়া বলিল, “জামাইবাবুর বিবেচনা ভাল—সমস্তর মানুষটি না খেলে কি তিনি খেতে পারেন—তা আগে তাঁকে জল খাওয়াও তবে জামাই খাবেন ।”

বাড়ীর গৃহিণী মনে ভাবিলেন, “সে উপরি লোক, তাহাকে বাড়ীর ভিতর আনিয়া জল খাওয়ান হইতে পারে না । জামাইকেও বাহিরে খাওয়ান হইতে পারে না । তা, তার যায়গা হটক, বাহিরে ; আর জামাইয়ের যায়গা হটক, ভিতরে ।” গৃহিণী সেইরূপ বন্দোবস্ত করিলেন । রামা বাহিরে জলযোগের উদ্যোগ দেখিয়া বড় ক্রুদ্ধ হইল, ভাবিল “একি অলৌকিকতা !” এদিকে দাসী কালীকান্তকে অন্তঃপুরে ডাকিয়া আনিল । ঘরের ভিতর স্থান হইয়াছে, কিন্তু কালীকান্ত উঠানে দাঁড়াইয়া বলিল, “আমাকে ঘরের ভিতর কেন? আমাকে এইখানে

হাতে ছোটো ছোলা গুড় দাও, খেয়ে একটু জল খাই ।”
 শুনিয়া শ্যালীরা বলিল, “বোসজা মশাই যে এবার
 অনেক রকম রসিকতা শিখে এয়েছ দেখতে পাই ।”
 কালীকান্ত কাতর হইয়া বলিল, “আজ্ঞে আমাকে ঠাট্টা
 করেন কেন, আমি কি আপনাদের তামাসার যোগ্য ?”
 একজন প্রাচীনা ঠাকুরাণীদিসি বলিল, “আমাদের তামা-
 সার যোগ্য কেন ?—যার তামাসার যোগ্য তার কাছে
 চল ।” এই বলিয়া কালীকান্তের হাত ধরিয়া হড়হড়
 করিয়া টানিয়া ঘরের ভিতর লইয়া আসিল ।

সেখানে কালীকান্তের ভার্য্যা কামসুন্দরী দাঁড়াইয়া
 ছিল ; কালীকান্ত তাহাকে দেখিয়া প্রভুপত্নী মনে করিয়া
 মাষ্ট্রাঙ্গে প্রণাম করিল ।

কামসুন্দরী দেখিয়া, চন্দ্রবদনে মধুর হাসি হাসিয়া
 বলিল, “ওকি ও রঙ্গ—এ আবার কোন্ ঠাট্ শিখিয়া
 আসিয়াছ ?” শুনিয়া কালীকান্ত কাতর হইয়া কহিল,
 “আজ্ঞে আমার সঙ্গে অমন সব কথা কেন—আমি
 আপনার চাকর—আপনি মুনিব ।”

রসিকা কামসুন্দরী বলিল, “তুমি চাকর, আমি মু-
 নিব, সে আজ না কাল ? যতদিন আমার বয়স আছে
 ততদিন এই সম্পর্কই থাকিবে । এখন জল খাও ।”

কালীকান্ত মনে করিল, “বাবা, এঁর কথার ভাব মে কেমন কেমন। আমাদের বাবু যে একটা গেছো মে-য়ের হাতে পড়েছেন দেখতে পুই! তা, আমার সরাই ভাল।” এই ভাবিয়া, কালীকান্ত পুনর্ব্বার ভক্তিভাবে প্রণাম করিয়া পলাইবার উদ্যোগ করিতেছিলেন, দেখিয়া কামসুন্দরী হাসিয়া তাঁহার গঞ্জবস্ত্র ধরিল, বলিল, “ওরে আমার সোণার চাঁদ! আমার সাত রাজার ধন এক মাণিক! আমার কাছ থেকে আর পলাতে হয় না।” এই বলিয়া কামসুন্দরী স্বামীকে আসনের দিকে টানিতে লাগিল।

কালীকান্ত আন্তরিক কাতরতার সহিত হাত ঘোড় করিয়া বলিতে লাগিল, “দোহাই বেঠাকুরাণি, আপনার সাত দোহাই—আমাকে ছাড়িয়া দিন—আপনি আমার স্বভাব জানেন না—আমি সে চরিত্রের লোক নই।” কামসুন্দরী হাসিয়া বলিল, “তুমি যে চরিত্রের লোক আমি বেশ জানি—এখন জল খাও।”

কালীকান্ত বলিল, “যদি আপনার কাছে কেহ আমার এমন নিন্দা করিয়া থাকে, তবে সে ঠক—ঠকাম করিয়াছে। আপনার কাছে হাতঘোড় করিতেছি, আপনি আমার গুরুজন—আমায় ছাড়িয়া দিন।”

কামসুন্দরী রসিকতাপ্রিয়, মনে করিল, যে এ একতব নতুন রসিকতা বটে। বলিল, “প্রাণাধিক, তুমি কত রসিকতা শিখিয়া আসিয়াছ, তাহা বুঝা যাইবে।” এই বলিয়া স্বামীর দুই হস্ত ধারণ করিয়া আসনে বসাইবার জন্য টানিতে লাগিল।

হস্তধারণ মাত্র, কালীকদম্ব সর্সনাশ হইল মনে করিয়া “বাবারে, গেলামবে, এগোবে, আমায় মেরে ফেল্লেবে” বলিয়া চীৎকার আরম্ভ করিল। চীৎকার শুনিয়া গৃহস্থ সকলে ভীত হইয়া দৌড়িয়া আসিল। মা, ভগিনী, পিসী প্রভৃতিকে দেখিয়া, কামসুন্দরী স্বামীর হস্ত ছাড়িয়া দিল। কাণীকাতৃ অবসব পাইয়া, উদ্ধ্বাসে পলায়ন করিল।

গৃহিনী কামসুন্দরীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “কি লা কামি—জামাই অমন করে উঠলো কেন? তুই কি মেরেছিস্?”

বিস্মিতা কামসুন্দরী মর্শ্বপীড়িতা হইয়া কহিল, “মারিব কেন। আমি মারিব কেন—আমার যেমন পোড়া কপাল!” ক্রমে ক্রমে সুর কাঁদনিতে চড়িতে লাগিল—“আমার যেমন পোড়া কপাল—কোন আবগী আমাব সর্সনাশ করেছে—কে ওষুধ করেছে—” বলিতে বলিতে কামসুন্দরী কাঁদিয়া হাট লাগাইল।

সকলেই বলিল, “হাঁ তুই মেরেছিস্ নহিলে অমন করে কাতরাবে কেন?” এই বলিয়া সকলে, কামকে “পাপিষ্ঠা” “ডাইনী” “রাফসী” ইত্যাদি কথায় ভৎসনা করিতে লাগিল। কাশসুন্দরী বিনাপরাধে নিন্দিতা ও ভৎসিতা হইয়া কাদিতে কাদিতে ঘরে গিয়া দ্বার দিয়া শুইয়া পড়িল।

এদিকে কালীকান্ত বাহিরে আসিয়া দেখিল, যে বড় একটা গোলযোগ বাধিয়া উঠিয়াছে। নীলরতন বাবু স্বয়ং, এবং দ্বাববান্, ও উদ্ধব সকলে পড়িয়া যে যেখানে পাইতেছে, সে সেইখানে রামাকে প্রহার করিতেছে; কিল, লাতি, চড়, চাপড়ের বৃষ্টির মধ্যে রামা চাকব কে বল, বলিতেছে. “ছেড়েদেরে বাবাবে, জামাই মারে এমন কখন শুন নাই, আমার কি—তোদেরই মেয়েকে একাদশী করতে হবে।” নিকটে দাঁড়াইয়া তবঙ্গ চাকুরাণী হাসিতেছে, সে সৰ্ব্বদা কালীকান্ত বাবুর বাড়ীতে যাতায়াত করিত, সে বামাটীকরকে চিনিত, সেই বলিয়া দিরাছে। কালীকান্ত বাবু মারপিট দেখিয়া ক্ষিপ্তের ন্যায় উঠানমুখে বেড়াইতে লাগিল, বলিতে লাগিল, “কি সৰ্ব্বনাশ হইল! বাবুকে মারিয়া ফেলিল।” ইহা দেখিয়া নীলরতন বাবু আরও কোপাবিষ্ট হইয়া রামাকে

বলিতে লাগিলেন, “তুই বেটাই জামাইকে কি খাওয়াইয়া পাগল করিয়া দিয়াছিস্—মার বেটাকে জুতো।” এই কথা বলায়, যেমন শ্রাবণ মাসে বৃষ্টির উপর বৃষ্টি চাপিয়া আইসে, তেমনি নির্দোষী রামার উপর প্রহার বৃষ্টি চাপিয়া আসিল। মারপিটের চোটে বস্তুমধ্য হইতে লুকান স্বর্ণ গোলকটি পড়িয়া গেল। দেখিয়া তরঙ্গ চাকরাণী তাহা কুড়াইয়া লইয়া নীলরতন বাবু হস্তে দিল। বলিল, “ওমিস্বে চোর! দেখুন ও একটা সোণার তাল চুবি করিয়া রাখিয়াছে।” “দেপি” বলিয়া নীলরতন বাবু স্বর্ণগোলক হস্তে লইলেন,—অমনি তিনি রামাকে ছাড়িয়া দিয়া, সরিয়া দাঁড়াইয়া, কোঁচার কাপড় খুলিয়া মাথায় দিলেন; তরঙ্গও মাথার কাপড় খুলিয়া, কোঁচা করিয়া পরিয়া, পাছকা হস্তে রামাকে মারিতে প্রবৃত্ত হইল।

উদ্ধব তরঙ্গকে বলিল, “তুই মাগি আবার এর ভিতর এলি কেন?”

তরঙ্গ বলিল, “কাকে মাগি বলিতেছিস্?” উদ্ধব বলিল, “তোকে।”

“আমাকে ঠাট্টা?” এই বলিয়া তরঙ্গ মহাক্রোশে হস্তের পঞ্চকার দ্বারা উদ্ধবকে প্রহার করিল। উদ্ধবও

ক্রুদ্ধ হইয়া, জীলোককে মারিতে না পারিয়া, নীলরতন বাবুর দিকে চাহিয়া বলিল, “দেখুন্ দেখি কর্তা মহাশয় মাগির কত বড় স্পর্ধা, আমাকে জুতা মারে!” কর্তা তখন, একটু খানি ঘোমটা টানিয়া একটু রসের হাসি হাসিয়া, মৃদুস্বরে কহিলেন, তা মেরেছেন, মেরেছেন, তুমি রাগ করিও না। মুনিব—মারতে পারেন।”

শুনিয়া উদ্ধব আরও ক্রুদ্ধ হইয়া বলিল, “ও আবার কিসের মুনিব—ওও চাকর, আমিও চাকর! আপনি এ-মনি আজ্ঞা করেন! আমি আপনারই চাকর, ওর চাকর কেন হব? আমি এমন চাকরি করি না।”

শুনিয়া কর্তা আবার একটু মধুর হাসি হাসিয়া, বলিলেন, “মরণ আর কি, বৃদ্ধা বয়সে মিন্দের রস দেখ? আমার চাকর—আবার তুমি কিসে হতে গেলো?”

উদ্ধব অর্থাৎ হইল, মনে করিল “আজ কি পাগলের পাড়া পড়িয়াছে নাকি?” উদ্ধব বিস্মিত হইয়া রামাকে ছাড়িয়া দাড়াইল।

এমত সময়ে বাড়ীর গোরক্ষক গোবর্দ্ধন ঘোষ সেই খানে আসিয়া উপস্থিত হইল। সে তরঙ্গের স্বামী। সে তরঙ্গের অবস্থা ও কার্য দেখিয়া বিস্মিত হইল—তরঙ্গ তাহাকে গ্রাহ্যও করিল না। এদিকে কর্তামহাশয়

গোবর্দ্ধনকে দেখিয়া ঘোমটা টানিয়া এক পাশে দাঁড়াই-
 নেন। গোবর্দ্ধনকে আড়ে আড়ে দেখিয়া চুপি চুপি
 বলিলেন, “তুমি ঊহার ভিতর যাইও না।” গোবর্দ্ধন
 তরঙ্গের আচরণ দেখিয়া অত্যন্ত রুষ্ট হইয়াছিল—সে
 কথা তাহার কাণে গেল না: সে তরঙ্গের চুল ধবিতে
 গেল। “নচ্ছার মাগি, তোরা হায়া নেই” এই বলিয়া
 গোবর্দ্ধন অগ্রসর হইতেছিল, দেখিয়া, তরঙ্গ বলিল,
 “গোবরা তুইও কি পাগল হয়েছিস না কি? যা গোবর
 যাব দিগে যা।” শুনিয়া গোবর্দ্ধন, তরঙ্গের কেশাকর্ষণ
 কবিয়া উত্তম মধ্যম আরম্ভ করিল। দেখিয়া নীলবতন
 বাবু বলিলেন, “যা! পোড়া কপালে মিন্বে কড়াঁকে
 ঠেঙ্গিয়া খুন করলে।” এদিগে তবঙ্গও ক্রুদ্ধ হইয়া,
 “আমার গায়ে হাত তুলিস” বলিয়া গোবর্দ্ধনকে মারিতে
 আরম্ভ করিল। তখন একটা বড় গোলযোগ হইয়া
 উঠিল। শুনিয়া পাড়ার প্রতিবাসী রাম মুখোপাধ্যায়
 গোবিন্দ চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি আসিয়া উপস্থিত হইল।
 রাম মুখোপাধ্যায় একটা স্তবর্ণগোলক পড়িয়া আছে
 দেখিয়া গোবিন্দ চট্টোপাধ্যায়ের হস্তে দিয়া বলিলেন;
 “দেখুন দেখি মহাশয় এটা কি?”

কৈনাসে পার্শ্বতী বলিলেন, “প্রভো! আপনার গোলক সম্বরণ করুন—ঐ দেখুন! গোবিন্দ চট্টোপাধ্যায় বৃদ্ধ রাম মুখোপাধ্যায়ের অন্তঃপুর মধ্যে প্রবেশ করিয়া রামের বৃদ্ধা ভার্য্যাকে পত্নী সম্বোধনে কৌতুক করিতেছে। আর রাম মুখোপাধ্যায়ের পরিচারিকা, তাহার আচরণ দেখিয়া তাহাকে সম্ভার্জনী প্রহার করিতেছে। এদিকে বৃদ্ধ রাম মুখোপাধ্যায়, আপনাকে যুবা গোবিন্দ চট্টোপাধ্যায় মনে করিয়া, তাহার অন্তঃপুরে গিয়া তাহাব ভা-
 ম্যাকে টপ্পা শুনাইতেছে। এ গোলক আর মুহূর্ত্তকাল পৃথিবীতে থাকিলে গৃহেই বিশৃঙ্খলা হইবে। অতএব আপনি ইহা সম্বরণ করুন।”

মহাদেব বলিলেন, “হে শৈলসূতে! আমার গোলকের অপবাদ কি? এ কাণ্ড কি আজ নূতন পৃথিবীতে হইল? তুমি কি নিত্য দেখিতেছ না যে বৃদ্ধ যুবা সাজিত্তেছে, যুবা বৃদ্ধ সাজিত্তেছে; প্রভু ভৃত্যের তুল্য আচরণ করিতেছে, ভৃত্য প্রভু হইয়া বসিত্তেছে। কবে না দেখিতেছ যে পৃথিবী স্ত্রীলোকের ন্যায় আচরণ করিতেছে, স্ত্রীলোক পুরুষের মত ব্যবহার করিতেছে? এ সকল পৃথিবীতে নিত্য ঘটে, কিন্তু তাহা যে কি প্রকার হাস্যজনক, তাহা কেহ দেখিয়াও দেখে না। আমি তাহা একবার

সকলের প্রত্যক্ষীভূত করাইলম । এক্ষণে গোলক
সম্বত কবিলাম । আমার ইচ্ছায় সকলেই পুনর্বার স্ব
প্রকৃতিস্থ হইবে, এবং যাহা যাহা ঘটিয়া গিয়াছে তাহা
কাহাবও স্বরণ থাকিবে না । তবে, লোক হিতার্থে আ-
মায় বরে বঙ্গদর্শন এই কথা পৃথিবীমধ্যে প্রচারিত করিবে ।

রামায়ণের সমালোচন ।

শ্রীমদ্বাল্মক্যশ্লোক শ্রীমদ্রামায়ণমর্কট প্রণীত ।

আমি রামায়ণ গ্রন্থখানি আদ্যন্ত পাঠ করিয়া সাতিশয়
সন্তোষ লাভ করিয়াছি । গ্রন্থকার যে আমার কিছুদিন যত্ন
করিলে একজন স্নকবি হইতেন, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই ।

এই কাব্যগ্রন্থখানির স্থূল তাৎপর্য্য, বানরদিগের
মাহাত্ম্য বর্ণন । বানরগণ কর্তৃক লঙ্কাজয়, ও রাক্ষসদিগের
সবংশে নিধন, ইহার বর্ণনীয় বিষয় । বানরদিগের কীর্ত্তি
সম্যক্রূপে বর্ণনা করা, সামান্য কবিদের কার্য্য নহে ।
গ্রন্থকার যে ততদূর কবিত্ব প্রকাশ করিয়াছেন, এমত আ-
মরা বলিতে পারি না; তবে তিনি যে কিয়দূর কৃতকার্য্য
হইয়াছেন, তাহা নিরপেক্ষ পাঠক মাত্রেই স্বীকার করি-
বেন ।

রামায়ণে অনেক নীতিগর্ভ কথা আছে । বুদ্ধিহীন-তার যে কত দোষ, তাহা ইহাতে উত্তমরূপে দেখান হইয়াছে । এক নির্বোধ প্রাচীন রাজার যুবতী ভার্য্যা ছিল । বুদ্ধিমতী কৈকেয়ী স্বীয় পুত্রের উন্নতির জন্ত, নির্বোধ বৃদ্ধকে ভুলাইয়া, ছলক্রমে রাজার জ্যেষ্ঠপুত্রকে বনবাসে প্রেরণ করিল । জ্যেষ্ঠপুত্রও ততোধিক মূর্খ; আপন স্বহাধিকার বজায় রাখিবার কোন বন্দনা করিয়া বৃদ্ধা বংশের কথায় বনে গেল । তা, একাই বাড়িক, তাহা নহে; আপনার যুবতী ভার্য্যাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া গেল । “পথে নারী বিবর্জিতা,” এটা সামান্য কথা; ইহাও তাহার ঘটে আসিল না । তাহাতে যাহা ঘটিল, ঘটিল । স্ত্রীস্বভাবমূলভ চাঞ্চল্য বশতঃ সীতা রামকে ত্যাগ করিয়া অন্য পুরুষের সঙ্গে লঙ্কায় রাজ্যভোগ করিতে গেল । নির্বোধ রাম পথেই কাঁদিয়া বেড়াইতে লাগিল । সীতা অস্তঃপুরে থাকিলে এতটা ঘটিল না । সীতা হৃৎচরিত্রা হইলেও, ঘরে থাকিত; বনে গিয়া স্বাধীনতা পাইয়াছিল, এবং অন্নের সহস্রসর্গ সুসাদ্য হইয়াছিল এজন্ত এমত ঘটনা ছিল । এক্ষণে রাঁহার স্ত্রীলোকদিগকে স্বাধীন করিবার জন্য কলহ করেন, তাঁহারা যেন এই কথাটি স্মরণ রাখেন ।

লক্ষণ আর একটি গণ্ডমূর্খ । তাহার চরিত্র এ রূপে

চিত্রিত হইয়াছে যে, তদ্বারা লক্ষণকে কৰ্ম্মক্ষম বোধ হয়। মনে করিলে সে এক জন বড় লোক হইতে পারিত, কিন্তু তাহার এক দিনের জুনাও সে দিকে মন যায় নাই। সে কেবল রামের পিছু বেড়াইল, আপনার উন্নতির কোন চেষ্টা করিল না। ইহা কেবল বুদ্ধিহীনতার ফল।

আর একটি গণ্ডমূৰ্খ ভেরত। আপন হাতে রাজা পাইয়া ভাইকে ফিরাইয়া দিল। ফলতঃ রাবণ মূৰ্খ লোকেব ইতিহাসেই পূর্ণ! ইহা গ্রন্থকারের একটি উদ্দেশ্য। রাম পত্নীকে হারাইলে আমার বন্দনীয় পুরুষ-পুরুষ তাহার কাঁতরতা দেখিয়া দয়া করিয়া রাবণকে সৎবেশে মারিয়া সীতা কাড়িয়া আনিয়া রামকে দিলেন, কিন্তু মূৰ্খের মূৰ্খতা কোথায় বাইবে? রাম স্ত্রীর উপর রাগ করিয়া তাহাকে একদিন পুড়াইয়া মারিতে গেল। ঈদবে সেদিন সেটার রক্ষা হইল। পরে তাহাকে দেশে আনিয়া ছুট চারিদিন মাত্র সুখে ছিল! পরে বুদ্ধিহীনতা-বশতঃ পরের কথা শুনিয়া স্ত্রীটাকে তাড়াইয়া দিল। কয়েক বৎসর পরে, সীতা খাইতে না পাইয়া, রামের দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইল। রাম তাহাকে দেখিয়া, রাগ করিয়া, মাটিতে পুতিয়া ফেলিল। বুদ্ধি না থাকিলে এইকপই ঘটে। রামায়ণের স্থূল তাৎপর্য্য এই। ইহার

প্রণেতা কে, তাহা সহজে স্থির করা যায় না। কিন্তুদন্তী আছে যে, ইহা বাগ্মীকি প্রণীত। বাগ্মীকি নামে কোন গ্রন্থকার ছিল কি না, তদ্বিষয়ে সংশয়। বগ্মীক হইতে বাগ্মীকি শব্দের উৎপত্তি দেখা যাইতেছে, অতএব আমার বিবেচনায় কোন বগ্মীক মধ্যে এই গ্রন্থখানি পাওয়া গিয়াছিল, ইহা কাহারও প্রণীত নহে।

রামায়ণ নামে একখানি বাঙ্গালা গ্রন্থ আমি দেখিয়াছি। ইহা কৃত্তিবাস প্রণীত। উভয় গ্রন্থে অনেক সাদৃশ্য আছে। অতএব ইহাও অসম্ভব নহে যে, বাগ্মীকি রামায়ণ কৃত্তিবাসের গ্রন্থ হইতে সঙ্কলিত। বাগ্মীকি রামায়ণ কৃত্তিবাস হইতে সঙ্কলিত, কি কৃত্তিবাস বাগ্মীকি রামায়ণ হইতে সঙ্কলন করিয়াছেন, তাহা মীমাংসা করা সহজ নহে; ইহা স্বীকার করি। কিন্তু রামায়ণ নামটিই এবিষয়ের এক প্রমাণ। “রামায়ণ” শব্দের সংস্কৃতে কোন অর্থ হয় না, কিন্তু বাঙ্গালায় সদর্থ হয়। বোধ হয়, “রামায়ণ” শব্দটি “রামা যবন” শব্দের অপভ্রংশ মাত্র। কেবল “ব” কার লুপ্ত হইয়াছে। রামা যবন বা রামা মুসলমান নামক কোন ব্যক্তির চরিত্র অবলম্বন করিয়া কৃত্তিবাস প্রথম ইহার রচনা করিয়া থাকিবেন। পরে কেহ সংস্কৃতে অনুবাদ করিয়া বগ্মীক মধ্যে লুকাইয়া রাখি-

রাছিল। পরে গ্রন্থ বঙ্গীক মধ্যে প্রাপ্ত হওয়ায় বাঙ্গালীকি নামে খ্যাত হইয়াছে।

রামায়ণ গ্রন্থখানির আমরা কিছু প্রশংসা করিয়াছি; কিন্তু বিশেষ প্রশংসা করিতে পারি না। উহাতে অনেক গুরুতর দোষ আছে। আদ্যোপান্ত আদিরসঘটিত। সীতার বিবাহ, রাবণকর্তৃক সীতা হরণ, এ সকল আদিরসঘটিত না ত কি? রামায়ণে করুণরসের অতি বিরল প্রচার। বানরকর্তৃক সমুদ্র বন্ধন, কেবল এইটিই রামায়ণের মধ্যে করুণ রসান্বিত বিষয়। লক্ষ্মণলোজনে কিংকিৎ বীররস আছে। বশিষ্ঠাদি ঋষিদিগের কিছু হাস্যরস আছে। ঋষিগণ বড় রসিক পুরুষ ছিলেন। ধর্মোক্ত কথায় লইয়া অনেক হাস্য পরিহাস করিতেন।

রামায়ণের ভাষা যদিও প্রাজ্ঞল এবং বিশদ বটে, তথাপি অত্যন্ত অশুদ্ধ বলিতে হইবে। রামায়ণের একটি কাণ্ডে যোদ্ধাদিগের কোন কথা না থাকায় তাহার নাম হইয়াছে “অযোদ্ধাকাণ্ড।” গ্রন্থকার তাহা “অযোদ্ধাকাণ্ড” না লিখিয়া “অযোধাকাণ্ড” লিখিয়াছেন। ইহা কি সামান্য মূর্খত্ব? এই একটি দোষেই এই গ্রন্থখানি সাধারণের পরিহার্য হইয়াছে।

ভরসা করি, পাঠক সকলে এই কদর্য গ্রন্থখানি পড়া

ত্যাগ করিবেন। আমি একখানি নূতন রামায়ণ রচনা করিয়াছি, তৎপরিবর্তে তাহাই সকলে পাঠ করিতে আরম্ভ করুন। আমার প্রণীত রামায়ণ যে সর্বদাঙ্গসুন্দর হইয়াছে, তাহা বলা বাহুল্য; কেন না আমি ত ঋগ্বিকির ন্যায় কবিত্ববিহীন এবং বিদ্যাবুদ্ধিশূন্য নহি। সেই কথা বলাই এ সমালোচনার উদ্দেশ্য। অলমতি বিস্তরেণ ।

নঃ মঃ



K. BONERJEE
BANA NIKETAN
10, P. X. TAGORE ST.
CALCUTTA, INDIA

